CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-293 ■ 2 Augest, 2025 ■ আগরতলা ২ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের রাজ্য সফর

দু'দেশের অর্থনৈতিক বাণিজ্যে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট।। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আত্মিক ও প্রাকৃতিক। দুই দেশের সম্পর্কের মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক বাণিজ্য এবং উভয়কেই তা আরও মজবুত করতে হবে। ত্রিপুরা সফরে এসে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা আজ আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট পরিদর্শনে গিয়ে একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেছেন। প্রসঙ্গত, ভারতের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ আস্থা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে তিন দিনের ত্রিপুরা সফরে এসেছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা। সফরের প্রথম দিন আজ তিনি আগরতলার ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) পরিদর্শন করেছেন। এরপর তিনি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এলপিএআই), অভিবাসন ও শুল্ক দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন। সেই বৈঠকে বিদ্যমান বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে এবং সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এদিন তিনি জানান, দুই দেশের মধ্যে দিয়ে নদী যেমন স্বাভাবিক প্রবাহে প্রবাহিত হয়, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকটা সেই নদীর মতোই। এই সম্পর্ক আত্মিক ও প্রাকৃতিক। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের মূল ভিত্তি হল অর্থনৈতিক বাণিজ্য এবং উভয় পক্ষকেই এই দিকটিকে আরও মজবুত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রকৃতিগত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং জনগণকেন্দ্রিক। আমরা এই সম্পর্ককে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে আশাবাদী। হাইকমিশনার তাঁর সফরের অংশ হিসেবে আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং আগরতলার নিকটবর্তী নিশ্চিন্তপুর রেলস্টেশন পরিদর্শনে যাবেন। পাশাপাশি তিনি আগামী ৩ আগস্ট দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে অবস্থিত মৈত্রী সেতুও পরিদর্শন করবেন।

বিদ্যুৎ পরিষেবায় গ্রাহক বান্ধবতা ও নিরাপত্তা নিয়ে

জনসংযোগে নিগমকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমকে জনগণের আরও কাছাকাছি পৌঁছে দিতে এবং গ্রাহকদের সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ শুক্রবার একগুচ্ছ নির্দেশনা জারি করেছেন। নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনের আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে মন্ত্রী পরিষ্কার ভাষায় বলেন, গ্রাহকের সমস্যা মানে নিগমের সমস্যা। নিগমের কাজ শুধু লাইন টানা বা মিটার বসানো নয়, নিগমের কাজ হচ্ছে বিশ্বাস অর্জন করা। এই ভিডিও কনফারেন্সে কর্পোরেট কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু, অর্থ অধিকর্তা সর্বজিৎ সিং ডোগরা, টিপিজিএল-এর কারিগরি অধিকর্তা শুভজিৎ ঘোষ, টিএসইসিএল-এর জেনারেল ম্যানেজার স্বপন দেববর্মা, কর্পোরেটের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শিশির দেববর্মা এবং অপর প্রান্তে গোটা রাজ্যের বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনের কর্মী আধিকারিকরা ছিলেন।

মোট ৪৯৯ টি ওয়েব লিংক থেকে গোটা রাজ্যের প্রায় দুই হাজার বিদ্যুৎ কর্মী এবং আধিকারিক এর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের আলোচনায় মন্ত্রী বলেন, লাইন সারাই করা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি হল কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা। হেল্মার, লাইনম্যান থেকে শুরু করে সকলস্তরের কর্মীদেরকে নিরাপত্তা বিধি মেনে কাজ করতে হবে। দুর্ঘটনা এড়িয়ে একটি সুস্থ, দক্ষ নিগম গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনে ২৪অ৭ একটি হেল্পলাইন নম্বর স্থাপন করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, গ্রাহকেরা যেন সরাসরি অফিসে ফোন করে সমস্যার কথা বলতে পারে, এজন্য প্রতিটি সাব ডিভিশনে নোডাল অফিসার নিযুক্ত করা হবে। পঞ্চায়েত অফিস, ক্লাব, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত এলাকা লঙ্কামুড়ায় ধানক্ষেত থেকে ড্রোন উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

হাইকমিশনের সফরকালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট।। ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লঙ্কামুড়াস্থিত ধানক্ষেত থেকে একটি সন্দেহভাজন ড্রোন উদ্ধার করে বিএসএফ। স্থানীয় শিশুরা খেলার সময় ধানক্ষেতে ড্রোনটি দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীকে খবর দেয়। পরে স্থানীয়রা বিষয়টি বিএসএফকে অবহিত করেন। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল, নয়াদিল্লি স্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনারের ত্রিপুরা সফরকালে ওই ড্রোন উদ্ধার হয়েছে। ফলে, নানাহ প্রশ্ন নিরাপত্তা পর্যবেক্ষকদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সূত্রের খবর, বিএসএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ড্রোনটি উদ্ধার করেছে এবং তা আগরতলা এয়ারপোর্ট থানার হাতে তুলে দিয়েছে। ড্রোনটি বর্তমানে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, ড্রোনটি চীনে নির্মিত এবং তাতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা সংযুক্ত রয়েছে। নিখুঁত নজরদারির জন্য তা ব্যবহার হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিএসএফ-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আমরা এই ড্রোনটি নজরদারির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে বলে সন্দেহ করছি। আগরতলা বিমানবন্দরের নিকটবর্তী এবং স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এ ধরনের ঘটনা নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তার বিষয় বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই সম্ভাব্য হুমকি উপেক্ষা করা হচ্ছে না। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ওই ড্রোনটি ধানক্ষেতে পরে গেছে, এমনটাই অনুমান করছেন তিনি।

এদিকে, ড্রোন উদ্ধারের দিনেই নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনার মোঃ রিয়াজ হামিদুল্লা ত্রিপুরা সফর চলাকালীন আগরতলা চেকপোস্ট পরিদর্শন করেছেন। এই সফর ও ড্রোন উদ্ধারের সময়কাল নিয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

একই সঙ্গে সম্প্রতি একাধিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট ও জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে। এই তথ্য ও সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি ড্রোনের উপস্থিতি মিলিয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। আগামী ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন

৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ০১ আগস্ট।। ভারতের নির্বাচন কমিশন শুক্রবার ১৭তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর এই পদের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২২ জুলাইয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উপরাষ্ট্রপতির পদে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা পূরণের জন্য এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নতুন উপরাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের তারিখ থেকে পূর্ণ পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ৭ আগস্ট। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে ২২ আগস্ট। প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট। প্রয়োজনে ভোটগ্রহণ হবে ৯ সেপ্টেম্বর (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) এবং ভোট গণনাও একই দিনে করা হবে।

উপরাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে নির্বাচিত হন, যেখানে লোকসভা ও রাজ্যসভার উভয় কক্ষের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাহুলের ভোট কারচুপি নিয়ে অভিযোগ, অমূলক বলে প্রত্যাখ্যান কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ।। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর তরফে ভোট চুরি সংক্রান্ত অভিযোগকে 'অমূলক' বলে প্রত্যাখ্যান করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, এই ধরনের অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই এবং এগুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকা বিষয়ে আলোচনা করতে গত জুন মাসে রাহুল গান্ধীকে একটি ইমেল ও একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি তার কোনও জবাব দেননি। বরং তিনি "উন্মত্ত অভিযোগ" তুলেছেন এবং কমিশন ও তার কর্মীদের হুমকি দিয়েছেন বলেও কমিশনের তরফে দাবি করা হয়েছে।

শুক্রবার বিহারের বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন বিষয়ে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এজিএমসির ২১তম প্রতিষ্ঠা দিবস

বহি:রাজ্যে রোগী পাঠানোর কাজে সক্রিয় দালাল চক্র, সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। রাজ্যের নাগরিকগণ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি আস্থাশীল হচ্ছেন। চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতাও অনেক হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও আধুনিক করতে রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করছে। ত্রিপুরাতে স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। আজ কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ২১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন হাসপাতাল গুলিতে এক শ্রেণীর দালাল চক্র সক্রিয়, যারা বহি রাজ্যের রুগী পাঠানোর কাজ করছে। তাদের বিরুদ্ধে সরকার চিহ্নিতকরণের কাজ করছে। তবে এ বিষয়ে তিনি সবাইকে চোখ কান খোলা রাখার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০৫ সালে এই কলেজ যাত্রা শুরু করে। কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাদের অবদান ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভর্তি নিয়ে উত্তপ্ত রামঠাকুর কলেজ

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। *রাম ঠাকুর কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কলেজ চত্বর। নিরাপত্তাহীনতায় শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ। পুলিশি হস্তক্ষেপে শেষ পর্য্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কলেজের প্রিন্সিপাল পাপড়ি দাস।*

ভর্তি সংক্রান্ত বিষয় ঘিরে কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র এবং বহিরাগত কিছু যুবকরা মিলে কলেজ ঘিরে ফেলে। একটা সময় সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা গন প্রিন্সিপালের রুমে আশ্রয় নিলে সেখানেও ওই ছাত্ররা উপস্থিত হয়ে দরজার বাইরে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে। উশৃংখল যুবকরা একটা সময়ে উত্তেজিত হয়ে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার গভীর রাতে লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছাওমনু মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন বাজারে আগুন লেগে তিনটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নিজস্ব ছবি।

তরুণী বধূর রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ আগস্ট।। এক তরণী গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকেদের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে গৃহবধূকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বিশালগর মহকুমা হাসপাতাল চত্বর। অভিযোগ মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে আসলে দুপুর দুটো পর্যন্ত ডাক্তারের দেখা নেই ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রদ্যোতের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মথার প্রতিনিধিদলের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট।। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে তিপ্রা মথার এক প্রতিনিধি দল। ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন, সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মণ, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, ত্রিপুরার প্রতি মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য সদস্যরা। এদিনের বৈঠকে তিপ্রাসা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বৈঠক শেষে নিজ সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে এদিনের সাক্ষাৎ খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক অবক্ষয় !

পড়ুয়া দুই কন্যাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল জন্মদাতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ আগষ্ট।। সামাজিক অবক্ষয়ের এক করুন নিদর্শন উঠে এলো বিশালগড় থেকে। সংসারের বোঝা নিজের নাবালিকা দুই কন্যা সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দিল বাবা মা। হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় নিশ্চুপ তথাকথিত সভ্য সমাজ। ঘটনার বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও নীরব স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে চাইল্ড লাইনের আধিকারিকগণ। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক নাবালিকা।

সরকার স্লোগান দিচ্ছে বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও। এদিকে বিশালগড় থানার উত্তর ব্রজপুর এলাকার চার নাম্বার ওয়ার্ড মুরা এলাকায় ঘটে গেল এক চরম সামাজিক অবক্ষয়। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট এলাকার রমেশ সরকার উরফে রুমন, স্ত্রী ,ছেলে সহ চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া তনুশ্রী এবং সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া তানিয়া নামে দুই কন্যা সন্তান রয়েছে তার পরিবারে। বোন দুজন উত্তর ব্রজপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রী। গেল কয়েক মাস আগে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে মা সুমিত্রা সরকার সহ পিতা রমেশ। যথারীতি বিয়েও ঠিক করে ফেলে তারা। তাদের মতে পরিবারের বোঝা তাদের দুই কন্যা সন্তান।

জীবন বাঁচাতে বিয়ের বিষয়টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে জানায় তানিয়া। পরে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ প্রশাসনের একটি টিম হাজির হয় রমেশ সরকারের বাড়িতে। হুশিয়ারি দিয়ে আসে, বিয়ে না দেয়ার জন্য। তবে এতেই শেষ নয়। অভিযোগ, গত কয়েকদিন আগে দুই কন্যা সন্তানকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল জন্মদাতা পিতা। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া তানিয়া ছোট বোনকে নিয়ে কোথাও মাথা গোঁজার ঠাই না পেয়ে অফিসটিলা তার দিদার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা বৃদ্ধার। দিদার বাড়ী থেকে তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে প্রতিদিন উত্তর ব্রজপুর স্কুলে পড়তে যায় দুই বোন। মিড ডে মিলের খাবার খেয়ে পুনরায় তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পৌঁছে দিদার বাড়িতে। জানা গেছে, খাবারের যোগান দিতে দিদা অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে।

এমতবস্থায় শুক্রবার বড় বোন তানিয়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছোট বোন তনুশ্রী বোনকে নিয়ে আসে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২ আগস্ট২০২৫ইং
১৬ শ্রাবণ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি

উন্নয়নশীল দেশ ভারতবর্ষ বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের কাছেই মাথা নত করিবে না। এমনকি আমার আমেরিকার কাছেও মাথা নত করিতে নারাজ ভারতবর্ষ। কেননা ভারত বর্ষ আর্থিক দিক দিয়া শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করিতে চলিয়াছে। আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতের এই অগ্রগতি ভালো চোখে দেখিতেছে না। আমেরিকা প্রকাশ্যেই ভারতের বিরুদ্ধে মুখ খুলিতে শুরু করিয়াছে। ভারত ও আমেরিকাকে পাল্টা দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না।

ভারত এবং রাশিয়ার অর্থনীতিকে 'মৃতপ্রায়' বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই আবহেই ট্রাম্পের এহেন মন্তব্যের পালটা জবাব দিতে গিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দাবি করিয়াছেন যে, অতি শীঘ্রই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনিতীতে পরিণত হইবে।প্রসঙ্গত, বুধবারই ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করিয়াছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি ,রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য নিয়াও অসন্তোষও প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি। সেই ঘটনার ২৪ ঘন্টা না কাটিতেই মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক নিয়া কড়া আক্রমণ শানাইতে গিয়া ট্রাম্প একটি পোস্টে লেখেন, 'ভারত রাশিয়ার সঙ্গে কী করিতেছে তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। চাইলে দুই দেশ নিজেদের মৃতপ্রায় অর্থনীতিকে একসঙ্গে ধ্বংস করিতে পারে। আমার যাহা প্রয়োজন করিব। আমি একমাত্র সেটা নিয়েই চিন্তা করি।' এরপরই তিনি লেখেন, 'আমরা ভারতের সঙ্গে খুব কম ব্যবসা করিয়াছি। কারণ তাহাদের শুল্ক অনেক বেশি, বিশ্বের সর্বোচ্চগুলির মধ্যে একটি। একইভাবে, রাশিয়া এবং আমেরিকাও একসঙ্গে প্রায় কোনও ব্যবসাই করে না। এটিকে এভাবেই চালাইয়া নিয়া যাওয়াই ঠিক হইবে।'

এহেন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার লোকসভায় পীযূষ গোয়েল বলেন, 'ভারতীয় পণ্যের উপর বর্ধিত শুল্কের বিষয়টি খতিয়ে দেখিয়াছে সরকার। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়জনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হইবে।' তিনি এও দাবি করেন যে, ভারত গত ১০ বছরে বিশ্বের মধ্যে একাদশতম স্থান থেকে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়িয়া তোলা। সেদিক থেকে দেখিতে হইলে যাহা কিছু করা প্রয়োজন, সরকার সেটা অবশ্যই করিবে।'এর পাশপাশি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টিও এদিন উঠিয়া আসে তাঁহার বক্তব্যে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক সকল রপ্তানিকারক ও অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছে। সরকার কৃষক, শ্রমিক, শিল্পপতি, রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তা, এমএসএমই এবং শিল্প খাতের অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।'উল্লেখ্য, ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করিবার সময় রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যবসা নিয়াও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে ভারত অস্ত্র এবং জ্বালানি কিনিতেছে, সে কথাও ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের করা পোস্টে উল্লেখ করা হয়। আর রাশিয়ার সঙ্গে এই বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর ক্ষিপ্ত হইয়াই কার্যত ট্রাম্প নয়াদিল্লির উপর ২৫ শতাংশ শুল্কের পাশাপাশি জরিমানা নেওয়া হইবে বলিয়াও ঘোষণা করেন। আগামী ১ অগাস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা। যদিও ভারত ও আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি নিয়া এখনও দর কষাকষি চলিতেছে বলিয়াই জানা গিয়াছে।

প্যাকেটজাত খাবার কতটা নিরাপদ?

শোভনলাল চক্রবর্তী

> ভারতে এ সব কাজের প্রায় কিছুই হয়নি। অথচ, কঠিন হলেও সে কাজকে ফেলে রাখা যায় না। সতর্কতামূলক প্রচার যে মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে পারে, সিগারেটের জনপ্রিয়তায় ঘাটতি তার দৃষ্টান্ত। প্যাকেটের গায়ে সতর্কীকরণ সেখানে কার্যকর হয়েছে। খাবারের ক্ষেত্রেও কোনটি কুখাদ্য, কোনটি উপকারী, তার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার, এতে প্রলোভন অতিক্রম করে খাবারের ভালমন্দ যাচাই করে খেতে শেখার অভ্যাস তৈরি হতে পারে। তবে মান নির্ণায়ক চিহ্ন দানে শিথিলতা থাকলে হিতে বিপরীত হবে।

জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান প্যাকেটজাত খাবারের। কিন্তু সেখানে ব্যবহৃত উপাদানগুলির পুষ্টিগুণ ঠিকঠাক বজায় থাকছে, না কি স্বাদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় যথেচ্ছ অস্বাস্থ্যকর উপাদান মেশানো হচ্ছে, তা সাধারণ মানুষের বোঝার উপায় নেই। বর্তমানে খাবারের প্যাকেটের উপর যে উপাদানগুলির পরিমাণ লেখা থাকে, তা দেখে একমাত্র পুষ্টিবিশারদরাই বলতে পারবেন সেটি স্বাস্থ্যকর, না অস্বাস্থ্যকর। অথচ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নটি জড়িত। বিশেষ করে ভারতের মতো জনবহুল দেশে বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২০২২ সালে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া-র এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছিল, প্রায় তেরোশো পণ্যের নমুনার মধ্যে ১৫ শতাংশতেই অন্তত একটি উপাদান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করে গিয়েছে। সুতরাং, আইআইএম আমদাবাদের প্রস্তাবনা অনু যায়ী, সমস্ত প্যাকেটজাত খাবারে। প্যাকেটের উপরেই "হেল্‌থ স্টার" বসানোর পরিকল্পনা করে এফএসএসএআই। সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্যাকেটে থাকবে পাঁচটি তারা। এক বা দুই তারাপ্রাপ্ত খাবারকে অস্বাস্থ্যকর হিসেবেই ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ, তারকাচিহ্ন গুনেই ক্রেতা বুঝতে পারবেন, খাবারটি কতটা নিরাপদ। কিন্তু এ-হেন পরিকল্পনায় আপত্তি জানিয়েছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, তারকাচিহ্ন থেকে ক্রেতার বুঝে ওঠা সম্ভব নয়, কেন প্যাকেটজাত খাবারটি তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ নয়। তা ছাড়া কোম্পানিগুলি অস্বাস্থ্যকর খাবারের সঙ্গে ফল, বাদামের মতো কিছু পুষ্টিকর উপাদান মিশিয়ে বেশি রেটিং পেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্রেতা জানতেও পারবেন না, যে খাবারটিকে নিরাপদ ভেবে তিনি নিজের সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তাতে হয়তো চিনির মাত্রা অনেক বেশি।

একই ভাবে এই রেটিং পদ্ধতি মেনে অনেক স্বাস্থ্যকর খাদ্যও অস্বাস্থ্যকর প্রতিপন্ন হতে পারে। সুতরাং, এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কোনও সুস্পষ্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পদক্ষেপ করা সম্ভব নয়। এই কারণে তাঁরা খাদ্য বা পানীয়ের প্যাকেটের উপরে তারকাচিহ্নের পরিবর্তে সরাসরি ক্ষতিকর উপাদানটি সম্পর্কে লিখে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এতে ক্রেতার পক্ষে সঠিক এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সুবিধাজনক হবে। বাস্তবিকই খাদ্যের গুণমান বোঝানোর ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়, এমন চিহ্ন ব্যবহার করা প্রয়োজন। যেমন, সিগারেট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই প্রচারের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর প্রতিপন্ন হয়েছে প্যাকেট ও বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ক্যানসারের ছবিগুলি। সুতরাং, এই বিষয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন, একটি পন্থা সফল না হলে অন্য পদক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু উদ্যোগটি অবিলম্বে করতে হবে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট, বর্তমানে ভারতে প্যাকেটজাত খাদ্যের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অণুপরিবারের জন্ম এবং মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে সময় বাঁচাতে চটজলদি খাবারের দিকে ঝুঁকছেন মানুষ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা স্বাস্থ্যসম্মত হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, দেশে ডায়াবিটিস, হৃদযন্ত্রের সমস্যা-সহ নানা রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্পবয়সিরাও ওবেসিটি-র শিকার হচ্ছে। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে সরকারের কড়া হাতে রাশ ধরা প্রয়োজন।

নাগরিক রোগগ্রস্ত হলে তা দেশের উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেই নয়, ক্রমে শিশু-কিশোরদের মধ্যেও "টাইপ টু ডায়াবিটিস" নামক নীরব ঘাতক ব্যাধিটির প্রবণতা বাড়ছে। সমীক্ষায় প্রকাশ, ভারতে প্রতি এক লাখ অপ্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ৩৯৭ জন এই রোগের কবলে, যা আন্তজাতিক বিপদতালিকায় দেশকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে তুলেছে, চিনের ঠিক পরে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, স্বাভাবিক খাবার বাদে, ১৮ বছরের কমবয়সিদের দৈনিক খাদ্যতালিকায় চিনি ছ'চা-চামচের নীচে রাখাই বিধেয়। কিন্তু, তাদের পাতে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি, ও তার প্রধান উৎস মিষ্টি জলখাবার। যেমন, বোতলজাত নরম পানীয়র প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৯-১০ গ্রাম চিনি। আম্রজাত পানীয়ের মাত্র ১২৫ মিলিলিটারের প্যাকেই চিনির পরিমাণ ৫ চা-চামচ। শিশুমহলে চকলেট, পেস্ট্রি, লজেন্সের এত কদরেরও কারণ চিনি। সহজ, সুলভ মুখরোচকে যে চিনির এত বাড়বাড়ন্ত, গ্রাহক-অভিভাবক কেউই ওয়াকিবহাল নন। ব্যবসায়ীরাও তথ্য প্রকাশে "ইতি গজ" পন্থায় চলে। অবশেষে, সচেতনতা আনতে উদ্যোগী জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। তাদের পরামর্শে, সিবিএসই ও সিআইএসসিই-র বোর্ডের স্কুলগুলিতে "শুগার বোর্ড" লাগানো হয়েছে। কোন খাবারে কতটা চিনি তার মাপ ও ঝুঁকি বিষয়ে লেখা হবে, স্বাস্থ্যসম্মত বিকল্পের হদিস থাকবে।

অতিরিক্ত চিনি স্থূলতা ও অন্যান্য রোগেরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ। গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের কথা নয়। তবে, রাষ্ট্র পরিবেশে সূক্ষ্ম ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে নাগরিক ও ভবিষ্য-নাগরিকের পছন্দকে প্রভাবিত করতে পারে, তাদেরই স্বার্থে। একেই আচরণবাদী অর্থনীতি "নাজ" বা মৃদু ঠেলা বলে চিহ্নিত করে।

অর্থনীতিবিদ রিচার্ড থ্যালারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই মৃদু ঠেলা দিয়ে মানুষকে ঠিক পথে চালনা করে তার স্বাস্থ্যগত, আর্থিক ও পরিবেশের পক্ষে মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানো যায়। প্রস্তাবিত শুগার বোর্ডটি "নাজ"নীতিরই উদাহরণ। ক্ষতিকর দিক নিয়ে স্পষ্ট ধারণা বার বার চোখের সামনে ভাসলে ছোটরা যেমন কুখাদ্যগুলির দিকে কম হাত বাড়াবে, তেমন জুস, চকলেট কিনে দেওয়ার আগে অভিভাবকও ভাববেন। বাচ্চাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে টিফিন, দুপুরের খাবারের প্রভাব; সিলেবাস ও জীবনের পাঠ সম্যক আত্তীকরণে সুষম আহারের ভূমিকার মান্যতায় প্রথম বিশ্ব বহু আগেই মনোযোগী। টিফিনবাক্সকে স্বাস্থ্যকর রাখতে আমেরিকা কঠোর নীতি নিয়েছে। নুন-চিনির পরিমাণ বেঁধে রাখতে নানা নির্দেশিকা, ক্যাফেটেরিয়ায় নানা "নাজ" ব্যবহারের চল এনেছে। যেমন বার্গারের সামনে সালাডপাত্র রাখা, সবুজ আনাজপাতিকে মজার ছলে পেশ করা ও তার দৃশ্যমানতা, সহজলভ্যতা বাড়ানো ইত্যাদি। চোখের সামনে বোর্ড রেখে স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস করিয়ে, ক্যাফেটেরিয়া, স্কুল সংলগ্ন দোকানগুলিতে অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিপণন নিয়ন্ত্রণে জোর দিয়ে এত দিনে সেই পথ ধরতে চলেছে ভারতীয় স্কুলগুলি। অন্যান্য বোর্ডের শিক্ষায়তনগুলিকেও এই ব্যবস্থার আওতায় এনে এই অভ্যাসকে গোটা দেশেই ছড়িয়ে দেওয়া বিধেয়। কারণ, গত দশকে দেশের ছাত্রমহলে চিনিজাতীয় খাবারে আসক্তি ও তার ভয়ানক ফল দুই-ই আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়েছে। এর পর নুন, অসম্পৃক্ত চর্বি, প্রক্রিয়াজাত খাবারের রমরমা বন্ধেও সক্রিয়তা চাই।

এদিকে এফএসএসএআই খাবারে যে পরিমাণ চিনিকে স্বাস্থ্যকর বলে দাবি করছে, চিকিৎসক ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে সেই পরিমাণ (একুশ শতাংশ) চিনি খাবারে থাকলে তা সুরক্ষার সীমা লঙ্ঘন করে যায়। আবার, বেশি নুন, চিনি বা অতিরিক্ত চর্বি রয়েছে যে সব খাবারে, কেবল বাদাম বা ফলের মতো ভাল উপকরণ যোগ করে সেগুলোকে "স্বাস্থ্যকর" বলে দাবি করে বহু উৎপাদক সংস্থা। এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে তারও বিরোধিতা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বেশ কিছু চিকিৎসক সংগঠন সতর্ক করেছে, অস্বাস্থ্যকর খাবারকে দুই কিংবা তিনটি তারকা চিহ্ন দিলে তা আরও বিভ্রান্তি ছড়াবে। এই বিতর্কে উঠে এসেছে একটি পুরনো প্রশ্ন এফএসএসএআই কি নাগরিকের স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে, না কি বাণিজ্যিক স্বার্থকে? ভারতে যখন ডায়াবিটিস এবং হৃদ রোগের প্রকোপ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, তখন প্যাকেটজাত খাবারের খাদ্যগুণের সুরক্ষা নিয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে বইকি। আক্ষেপ, পশ্চিমের দেশগুলোর মতো ভারতেও এখন চটজলদি খাবার ("ফাস্ট ফুড") ক্রমশ প্রধান আহারের জায়গা অনেকটাই নিয়ে নিচ্ছে। শিশুদের হাতে চিপস, চকলেট বা ক্রিম বিস্কুটের প্যাকেট, নরম পানীয় তুলে দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিও। এগুলিকে ঝুঁকিপূর্ণ খাবার বলে মনে করেন না অভিভাবকদের একটি বড় অংশ। মুখরোচক খাবারের চড়া স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বহু শিশু সেগুলি নিয়মিত খাচ্ছে। পাশচাত্যের দেশগুলিতে এর কুফল এত দিনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, এবং প্রতিকারের নানা চেষ্টাও হয়ে গিয়েছে। শিশুদের অতিরিক্ত ওজন, হৃদ্রোগ এবং ডায়াবিটিস থেকে বাঁচাতে স্কুলগুলিতে সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া হয়, তা নিয়ে নিয়মিত প্রচার করা হয়। যে ভাবে সুপারমার্কেটে খাবার সাজিয়ে রাখা হয়, তা-ও শিশুদের সুস্থ খাদ্যাভ্যাসের উপযোগী করার চেষ্টা চলেছে।

ভারতে এ সব কাজের প্রায় কিছুই হয়নি। অথচ, কঠিন হলেও সে কাজকে ফেলে রাখা যায় না। সতর্কতামূলক প্রচার যে মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে পারে, সিগারেটের জনপ্রিয়তায় ঘাটতি তার দৃষ্টান্ত। প্যাকেটের গায়ে সতর্কীকরণ সেখানে কার্যকর হয়েছে। খাবারের ক্ষেত্রেও কোনটি কুখাদ্য, কোনটি উপকারী, তার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার, এতে প্রলোভন অতিক্রম করে খাবারের ভালমন্দ যাচাই করে খেতে শেখার অভ্যাস তৈরি হতে পারে। তবে মান নির্ণায়ক চিহ্ন দানে শিথিলতা থাকলে হিতে বিপরীত হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নিফটি, সেনসেক্সের পতন: ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতিতে বাজারের অস্বস্তি

মুম্বাই, ০১ আগস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতির কারণে বিশ্বজুড়ে দুর্বল বাজার পরিস্থিতির প্রভাবে শুক্রবার ভারতের শেয়ার বাজার নিম্নমুখী প্রবণতা দিয়ে শুরু করেছে। বিশেষত, ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির শেয়ার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে নিফটি ফার্মা সূচক ২.৭৫ শতাংশ কমেছে।

সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে নিফটি ৫০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৫১ পয়েন্ট বা ০.২১ শতাংশ কমে ২৪,৭১৬-তে নেমে আসে। অন্যদিকে, বিএসই সেনসেক্স ১৭৯ পয়েন্ট বা ০.২২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮১,০০৫-তে ট্রেড করছে।

অন্যান্য সূচকের মধ্যে বিএসই মিডক্যাপ এবং বিএসই স্মলক্যাপ সূচক উভয়েই ০.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে নিফটি এফএমসিজি সূচক ১.৪৬ শতাংশ বেড়ে ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। ফার্মা স্টক ছাড়াও, নিফটি আইটি সূচক ০.৮০ শতাংশ এবং নিফটি মেটাল সূচক ০.৯৯ শতাংশ কমেছে।

নিফটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, যার শেয়ার ৪.৪৫ শতাংশ বেড়েছে। এরপরেই রয়েছে টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস, হিরো মোটোকর্প, মারুতি সুজুকি এবং ট্রেন্ট। অন্যদিকে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে ডঃ রেড্ডিস ল্যাবরেটরিজ, যা ১.৪১ শতাংশ কমেছে। এরপরেই রয়েছে সিপলা, ওএনজিসি, লারসেন অ্যান্ড টুব্রো এবং টাটা স্টিল।

চয়েস ইক্যুইটি ব্রোকিং-এর হার্দিক মাতালিয়া বলেছেন, 'গতকালের উত্থান সত্ত্বেও, নিফটি সূচক ২৪,৮০০ পয়েন্টের উপরে স্থিতিশীল না হলে দুর্বল থাকবে। যদি এটি এই স্তরের উপরে বন্ধ হয়, তাহলে ২৫,০০০ পয়েন্টের দিকে যাওয়ার পথ খুলতে পারে। অন্যদিকে, ২৪,৬০০ পয়েন্টে প্রাথমিক সমর্থন রয়েছে, এর পরে ২৪,৫০০ পয়েন্টে আরও একটি সমর্থন দেখা যেতে পারে।'

তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, 'অস্থিরতা এবং বিপরীতমুখী কারিগরি সংকেত থাকায় ট্রেডারদের "বিক্রি-অন-রাইজ" কৌশল অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। লাভ বাড়ার সময় আংশিক মুনাফা তুলে নেওয়া উচিত এবং কঠোর ট্রেলিং স্টপ-লস বজায় রাখা উচিত। ২৫,০০০ পয়েন্টের উপরে স্থিতিশীলতা দেখা গেলে তবেই নতুন করে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কথা ভাবা যেতে পারে।'

৩১ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন, যেখানে সিরিয়া, লাওস, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশের জন্য 'পারস্পরিক' শুল্ক হার ১০ থেকে ৪১ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। যদিও মেগা-ক্যাপ প্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফট এবং মেটা প্ল্যাটফর্মসের শক্তিশালী ফলাফলের পরেও মার্কিন বাজারগুলি নিম্নমুখী ছিল। এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক ০.৩৭ শতাংশ কমেছে। ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ ০.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে নাসডাক কম্পোজিট সূচক ০.০৩ শতাংশ সামান্য কমেছে।

এশিয়ার বাজারগুলোও বেশিরভাগই নিম্নমুখী ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি ২.৯৪ শতাংশ পতনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাপানের নিক্কেই ২২৫ সূচক ০.৩৮ শতাংশ এবং সাংহাই কম্পোজিট সূচক ০.১০ শতাংশ কমেছে। তবে হংকংয়ের হ্যাং সেং সূচক ০.১৩ শতাংশ বেড়েছে।

এদিকে, ৩১ জুলাই বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা টানা নবম দিনের মতো শেয়ার বিক্রি করে ৫৫৮৮ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। অন্যদিকে, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা টানা ১৯তম দিনের জন্য বাজারে ৬৩৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

মহাভারতের ঐতিহাসিকথা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বপূর্ববর্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি History ই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না "ধর্মার্থকাম মোক্ষাণাম পদেশসমন্বিতম পূর্ববৃত্তক থাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।"

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটসপ্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেমহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটাস অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীকলিপি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে Giffon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না। পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীকলেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছেমহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাইমহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিতে হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান নালিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদিগের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ইউরোপীয়দিগের মত অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্য। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে "Moor" বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যেরা ছাড়েন নাই। কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইলও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীনও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাইমহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত ঢত্রত্নত্রৃ সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্মনির অরণ্যনিবাসী বর্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে "কালকের ছেলে"। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না। এখানে জর্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্বক ডাক্তার শ্বান্বেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মেগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিসমহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফের যৌথ উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

স্লোগানে উত্তাল রাজ্যসভা আগামী ৪ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি

নয়াদিল্লি, ০১ আগস্ট : বর্ষার এক শুক্রবার উত্তপ্ত স্লোগান এবং ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সাক্ষী হলো রাজ্যসভা। এর ফলে সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত করে আগামী সোমবার পর্যন্ত সভা মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

এই অচলাবস্থার মূল কারণ ছিল বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে বিতর্কের দাবি। এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের ভোটারদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

দুপুরের অধিবেশন শুরু হলে, চেয়ারম্যানের আসনে বসা ঘনশ্যাম তিওয়ারি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সাংসদ বিবেক টাংখাকে প্রশ্ন করার জন্য আহ্বান জানান। টাংখা উঠে দাঁড়ালেও তার কথা বিরোধী সাংসদদের স্লোগানের কোলাহলে চাপা পড়ে যায়। 'ভোট কি চুরি বন্ধ করো!' স্লোগানটি পুরো কক্ষে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, যা দিনের প্রধান স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। টাংখা দৃশ্যত বিরক্ত হয়ে চেয়ারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সদনে কোনো শৃঙ্খলা নেই। আমি কী করব?' কোনো উত্তর আসার আগেই কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব উত্তর দিতে উঠে দাঁড়ালেও তার কণ্ঠও স্লোগানের নিচে চাপা পড়ে যায়।

স্লোগান চলতেই থাকে, সদস্যরা শান্ত হতে রাজি হননি। ঘনশ্যাম তিওয়ারি বারবার শান্ত হওয়ার আবেদন জানানোর পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায়, তিনি শেষ পর্যন্ত সোমবার (৪ আগস্ট) পর্যন্ত সভা মুলতবি ঘোষণা করেন।

এই বিশৃঙ্খলা আকস্মিক ছিল না, বরং সকাল থেকেই এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। রাজ্যসভার কার্যক্রম শুরু হলে উপ-চেয়ারম্যান হরিবংশ জানান যে, জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য নিয়ম ২৬৭-এর অধীনে ৩০টি নোটিশ পাওয়া গেছে। কিন্তু তিনি বলেন, কোনো নোটিশই বিতর্কের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত শর্ত পূরণ করেনি।

উপ-চেয়ারম্যানের এই ঘোষণাই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের জন্ম দেয়। নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকে বিরোধী দলগুলো এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিল। তারা এই সিদ্ধান্তকে বিতর্ক দমনের একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের মোহাম্মদ নাদিমুল হক, আরজেডি-র মনোজ কুমার ঝা, ডিএমকে-র তিরুচি সিবা, কংগ্রেসের রঞ্জিত রঞ্জন, নীরজ ডাংগি, রজনী অশোকরাও পাটিলসহ আরও অনেক বিরোধী সাংসদ ছজ্জট্ট প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার দাবি জানান। তাদের অভিযোগ ছিল যে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাচাইয়ের নামে লক্ষাধিক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

একই সময়ে, ওড়িশার বিরোধী সাংসদরা নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধ নিয়ে বিতর্কের দাবি জানান। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন।

কংগ্রেসের জেবি ম্যাথার এবং সিপিআই(এম)-এর এ.এ. রহিম এই মাসের শুরুতে ছত্তিশগড়ের দুর্গ-এ দুই সন্ন্যাসিনীর গ্রেপ্তারের বিষয়ে বিতর্কের দাবি জানান। আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিং এবং সমাজবাদী পার্টির রামজিলাল সুমন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনার জন্য চাপ দেন। সিপিআই(এম)-এর ভি. সিভাদাসান ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

মনোজ কুমার ঝা-এর জোরালো আবেদনসহ বারবার হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও উপ-চেয়ারম্যান তার অবস্থানে অনড় থাকেন। তিনি ছজ্জট্ট-এর বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন এবং নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, শূন্যকাল এবং প্রশ্নকাল স্থগিত করা আলোচনার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এই ঘোষণা শুধুমাত্র প্রতিবাদকে আরও তীব্র করে তোলে।

আম আদমি পার্টির অশোক কুমার মিত্তাল তার শূন্যকালের নোটিশটি পড়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার কণ্ঠ বিশৃঙ্খলার মধ্যে হারিয়ে যায়। 'ভোট চুরি বন্ধ করো' এবং 'কেসারিয়া পে হল্লা বোল' এর মতো স্লোগানগুলো কক্ষের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। চেয়ারম্যান সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'সারা দেশ দেখছে আপনারা জনগণের সমস্যা উত্থাপন করতে দিচ্ছেন না আপনারা নিয়ম মানতে চান না।' কিন্তু কোলাহল চলতে থাকায় শেষ পর্যন্ত মুলতবির মাধ্যমে সভা শান্ত করতে হয়।

দিনের শুরুতে এই উত্তেজনার মধ্যেই কয়েকজন মন্ত্রী বেশ কিছু সরকারি কাগজপত্র পেশ করতে সক্ষম হন। মন্ত্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ, রাম নাথ ঠাকুর, ডঃ এল. মুরুগান, কমলেশ পাসওয়ান, রবনীত সিং, ভূপতি রাজু শ্রীনিবাস ভার্মা এবং পবিত্র মারগেরিটা গ্রামীণ উন্নয়ন ও রেলওয়ের উপর বিভিন্ন প্রতিবেদন পেশ করেন। এর মধ্যে ১৮তম লোকসভার গ্রামীণ উন্নয়নের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ প্রতিবেদন এবং রেলওয়ে বিষয়ক স্থায়ী কমিটির তৃতীয় প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্য ছিল।

সরকার আগামী সপ্তাহের জন্য তাদের আইন প্রণয়নের তালিকাও প্রকাশ করে। এর মধ্যে ছিল রাষ্ট্রপতির শাসন আরও ছয় মাস বাড়ানো, দ্য ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি বিল, দ্য কোস্টাল শিপিং বিল ২০২৫, দ্য মার্চেন্ট শিপিং বিল এবং দ্য ইন্ডিয়ান স্পোর্টস বিল। এছাড়াও ন্যাশনাল স্পোর্টস বিল, ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৫, মণিপুর গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স বিল এবং মণিপুরের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল এই তালিকায় ছিল। গোয়ায় তফসিলি উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি বিলও উপস্থাপনের কথা ছিল।

আগামী সপ্তাহে যখন অধিবেশন পুনরায় শুরু হবে, তখন পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত থাকবে বলে মনে হচ্ছে। বিরোধী দলগুলো তাদের জবাবদিহিতার দাবিতে অনড় এবং চেয়ারম্যানও আইন অনুসারে নিয়ম মেনে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ট্রাম্পের শুল্ক চাপ মোকাবিলায় ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী: প্রাক্তন মার্কিন কর্মকর্তা

নয়াদিল্লি, ০১ আগস্ট: বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে ভারতের অবস্থান দেশটিকে শুল্কের চাপ মোকাবিলা করার এবং তার দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ রক্ষা করে এমন নীতি গ্রহণ করার আত্মবিশ্বাস দেয়। শুক্রবার সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এবং প্রাক্তন মার্কিন বাণিজ্য বিষয়ক সহকারী সচিব রেমন্ড ভিকরি আইএএনএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শুল্ক নীতির প্রভাব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ভিকরি জোর দেন যে, ভারতের তাৎক্ষণিক লাভের দিকে মনোনিবেশ করে এমন লেনদেনমূলক পদ্ধতির কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। এর পরিবর্তে, টেকসই এবং পারস্পরিক উপকারী বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ করা উচিত।

তিনি বলেন, ভারতের যুক্তরাজ্য-এর সঙ্গে করা বাণিজ্য চুক্তি একটি ভালো উদাহরণ, কারণ এটি স্থিতিশীলতা প্রদান করে, শুল্ক কমায় এবং উভয় অর্থনীতির চাহিদা পূরণ করে, যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করার সুযোগ করে দেয়।

ভিকরি বলেন, এটি ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতির অস্থির প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, যা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে কঠিন করে তোলে। ভিকরির মতে, ভারতের প্রতি ট্রাম্পের মনোভাব দেশটির অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে না পারা এবং একটি দূরদৃষ্টিহীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে, যা মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের সুবিধাগুলো চিনতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতের শক্তিগুলো তুলে ধরে ভিকরি বলেন, দেশে বিশ্বের সেরা কিছু কারিগরি প্রতিভা রয়েছে এবং একটি বিশাল ভোক্তা বাজার রয়েছে যা এখনও বিকশিত হচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের জাতীয় স্বার্থের উপর জোর দেওয়ার প্রশংসা করেন, তবে সতর্ক করে বলেন যে সত্যিকারের সমৃদ্ধি কেবল বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই আসবে।

তিনি বলেন, ভারত অতীতের 'লাইসেন্স রাজ' মানসিকতা থেকে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে এবং এখন একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নেতা হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

কৃষি এবং দুগ্ধ খাতের বিষয়ে ভিকরি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ক্ষেত্রগুলো মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য সম্পূর্ণভাবে খুলে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মোদি সরকার সঠিক কাজ করেছে।

তবে তিনি যুক্তি দেন যে, এই খাতে এমন সংস্কারগুলো পুনরায় চালু করা উচিত, যা আগে চেষ্টা করা হয়েছিল। একটি ধীরগতির পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত যা যুক্তিসঙ্গত প্রতিযোগিতার সুযোগ দেবে।

ভিকরি আরও বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর মতো প্ল্যাটফর্মে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য ভারতের উচিত বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় নেতৃত্ব দেওয়া।

তিনি বলেন, শুল্ক 'ব্ল্যাকমেলের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কঠিন হবে, কিন্তু ভারত তা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক চাপ প্রতিরোধ করতে ব্রাজিলের মতো অন্যান্য প্রধান অর্থনীতির সঙ্গে হাত মেলানো উচিত।

তার মতে, ভারতের ভবিষ্যতের বৃদ্ধি নির্ভর করে জাতীয় অগ্রাধিকার এবং বিশ্ব বাজারের প্রতি নিজস্ব শর্তে উন্মুক্ত থাকার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর।

TRIPURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARSINGARGH
B. TECH 1ST SEMESTER ADMISSION NOTIFICATION
Dated: 01-08-2025

With reference to the notification published by TBJEE-2025 regarding distribution of seats in PCM group, all eligible and intending candidates seeking admission to 1st semester B. Tech Programme in Tripura Institute of Technology (TIT), Narsingarh and have received 'Nomination Letter/Allotment Letter' from TBJEE are hereby advised to visit admission portal of Tripura Institute of Technology admissiontit.in and read the detailed guideline related to B.Tech 1" semester Admission. Following the admission guideline, candidates are advised to pay admission fee, fill up the B.Tech Admission Form (admission form to be filled up in online mode only), Format of medical examination report and all other documents as mentioned in the detailed guideline related to B.Tech 1st semester Admission available in admissiontit.in They are advised to come to TIT on any of the working days during 02.08.2025 to 05.08.2025 between 11:00 AM to 3:00 PM positively for taking admission. The detailed notification including guidelines is available in the Institute admission portal admissiontit.in
ICALD/682/25

Principal, TIT

রাজনৈতিক দলগুলোকে যৌন হয়রানি আইনের আওতায় আনার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ০১ আগস্ট: রাজনৈতিক দলগুলোকে যৌন হয়রানি বিরোধী আইনের আওতায় আনার জন্য দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলা শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি বি.আর. গাভাই এবং বিচারপতি কে. বিনোদ চন্দ্রনের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ মন্তব্য করেছে, 'এটি সংসদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। আমরা কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারি? এটি একটি নীতিগত বিষয়।'

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট শোভা গুপ্তা বলেন, তিনি কোনো নতুন আইন প্রণয়নের দাবি করছেন না, বরং শুধু এমন একটি ব্যাখ্যা চাইছেন, যা "কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা এবং প্রতিকার) আইন, ২০১৩"-এর (সাধারণত "পশ অ্যাক্ট" নামে পরিচিত) অধীনে রাজনৈতিক দলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

গুপ্তা জানান, কেরালা হাইকোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যদের মধ্যে যেহেতু নিয়োগকর্তা-কর্মচারীর সম্পর্ক নেই, তাই "পশ অ্যাক্ট" অনুযায়ী তাদের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক নয়। তিনি যুক্তি দেন যে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আইনসভার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না।

এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধান বিচারপতি গাভাই-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সিনিয়র আইনজীবীকে কেরালা হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ ছুটির আবেদন দাখিল করার পরামর্শ দেন।

এর পর শোভা গুপ্তা জনস্বার্থ মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যা আদালত মঞ্জুর করে। 'আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা' দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট শেষ পর্যন্ত মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

গত বছরের ডিসেম্বরেও সুপ্রিম কোর্ট একই ধরনের একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। তখন আদালত আবেদনকারীকে নির্বাচন কমিশনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আদালত বলেছিল যে, নির্বাচন কমিশনই একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, যারা রাজনৈতিক দলগুলোকে যৌন হয়রানির অভিযোগ সামলানোর জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা তৈরি করতে বলতে পারে।

আদালত তখন নির্দেশ দিয়েছিল, 'যদি আবেদনকারীর অভিযোগ কার্যকরভাবে সমাধান করা না হয়, তাহলে তিনি আইন অনুযায়ী বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা পাবেন।'

নতুন জনস্বার্থ মামলা অনুযায়ী, আবেদনকারী চলতি বছরের মার্চে নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি আবেদন পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

এই জনস্বার্থ মামলায় রাজনৈতিক দলগুলোকে "কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা এবং প্রতিকার) আইন, ২০১৩" অনুসরণ করতে বাধ্য করার জন্য একটি ঘোষণা চাওয়া হয়েছিল। এতে আদালতকে অনুরোধ করা হয়েছিল যেন পশ অ্যাক্টের পরিধি বাড়িয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাতে রাজনৈতিক দলগুলো একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য হয় এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করা ব্যক্তিরা যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষিত থাকেন।

আবেদনটির পক্ষগুলোর মেমোতে কেন্দ্র সরকার এবং নির্বাচন কমিশন ছাড়াও কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি, সিপিআই(এম), সিপিআই, তৃণমূল কংগ্রেস, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং আম আদমি পার্টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

সিকল সেল অ্যানিমিয়া: ৬ কোটির বেশি মানুষের স্ক্রিনিং, ২.১৬ লক্ষ রোগী শনাক্ত - নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ০১ আগস্ট : দেশে ৬ কোটিরও বেশি মানুষের সিকল সেল অ্যানিমিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে ২.১৬ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছেন। শুক্রবার লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা।

নাড্ডা জানান, ১৭টি রাজ্যে এই স্ক্রিনিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। তিনি বলেন, '২৮ জুলাই পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৭টি চিহ্নিত উপজাতি-অধ্যুষিত রাজ্য, যার মধ্যে তফসিলি এলাকাও অন্তর্ভুক্ত, সেখানে মোট ৬,০৪,৫০,৬৮৩ জন মানুষকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ২,১৬,১১৮ জনকে এই রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।'

এছাড়াও, এই রোগে আক্রান্ত বলে শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১৬.৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই রোগের বাহক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান যে, সিকল সেল রোগের ক্ষেত্রে ওড়িশা শীর্ষে রয়েছে। সেখানে ৯৬,৪৮৪টি কেস সিকল সেল পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছে। এরপরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ (৩০,৫৮০ কেস), গুজরাট (২৮,১৫০), মহারাষ্ট্র (২৩,২১৮) এবং ছত্তিশগড় (২৬,১০৪)।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজস্থান (২,৭২৯), অন্ধ্র প্রদেশ (২,১৫৯) এবং ঝাড়খণ্ড (২,১৫৪)। তবে উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং উত্তরাখণ্ডের সংখ্যা কম, যেখানে যথাক্রমে ২৮৫, ৩২, ৮ এবং ৬টি কেস রিপোর্ট করা হয়েছে।

নাড্ডা আরও বলেন, '২৮ জুলাই পর্যন্ত দেশে মোট ২,৬২,৬৭,৯৯৭টি জেনেটিক কাউন্সেলিং আইডি কার্ডও বিতরণ করা হয়েছে।' এই কার্ডগুলোতে স্ক্রিনিংয়ের পর ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকে, যেমন সে স্বাভাবিক, বাহক নাকি সিকল সেল রোগে আক্রান্ত।

নাড্ডা উল্লেখ করেন যে, জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির পর্যন্ত সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সিকল সেলের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। সিকল সেল রোগের একটি সাধারণ চিকিৎসা হাইড্রোক্সিইউরিয়া, যা ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় সাব-হেলথ সেন্টারগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সিকল সেল রোগ হলো একটি দীর্ঘস্থায়ী, একক-জিন সম্পর্কিত ব্যাধি। এই রোগের কারণে দীর্ঘস্থায়ী রক্তাল্পতা, তীব্র ব্যথা, অঙ্গের ক্ষতি এবং জীবনকাল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়।

এই রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'ন্যাশনাল সিকল সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশন মিশন' চালু করেন। এই মিশনের লক্ষ্য হলো ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে আক্রান্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ০ থেকে ৪০ বছর বয়সী ৭ কোটি মানুষের সার্বজনীন স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত থেকে সিকল সেল রোগকে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে নির্মূল করা।

PNIET No: 40/EE/CCD/ PWD/2025-26, Dated, 29/07/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division,. PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/ Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD / CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Running maintenance of Type-V quarters of Kunjaban extension Agartala under Capital Complex Sub-Division No-I during the year 2025- 26/ Group-II. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 39/DNIT/EE/CCD/ PWD/2025-26
Estimated Cost: 9,70,457.00, Earnest Money: 19,409.00 and Time for completion: 180 (one hundred eighty) days
Last date & time for online Bidding: 06/08/2025 upto 3:00 PM
ICA/41697/25

(B. Das) Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The sealed quotations are invited by the Director of Health Services, Govt. of Tripura, Agartala, from the resourceful experienced, reliable renowned valid license holder firm of Tripura for Photo Copy Work, Spiral Binding, Stick Binding and Tap Binding for the year 2025-26 of Directorate of Health Services, Agartala.
The Quotation documents with terms and conditions also may be down loaded from health.tripura.govt.in
ICA/C/1699/25

Director of Health Services Government of Tripura, Agartala

NOTICE INVITING e- TENDER NO: 19 /EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Farms/ Private Ltd. Farm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following works:

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T. NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of Boundary Wall of the SARS Complex (L=1500 MTR. 300M with grill and 1195 M with GI Barbed Wire) With 1 no. gate with RCC Column (1st Phase) 04/CE/AGRI/EE(West)/2025-26	Rs. 1,60,90,849.00	Rs. 3,61,817.00	Up to 11/08/2025 at 4.00 PM	At 11.00 AM on 12/08/2025 (If possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned/go through the e-portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/1689/25

Executive Engineer (West)
Div.-I for and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W Agartala, West Tripura

শুক্রবার মন্ত্রি বিকাশ দেববর্মার উপস্থিতিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

• কাজের সন্ধান •

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে আই বি দপ্তরে ৩,৭১৭ জন ইন্টেলিজেন্স অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আই.বি-তে ইন্টেলিজেন্স অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩,৭১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। মোট কথা, একমাত্র অনলাইনেই আবেদন করতে হবে। তবে প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য অনলাইনে এবং অফলাইনে দুটো পদ্ধতিতেই পরীক্ষা দিতে হবে। এমসিকিউ প্যাটার্ণের কম্পিউটার ভিত্তিক ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে অনলাইনে, পরে ৫০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভ পরীক্ষার সুযোগ পাবেন অফলাইনে অর্থাৎ লিখিত আকারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ৩,৭১৭ জন তরুণ-তরুণী নেবে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয়। নিয়োগ হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার, গ্রুপ-সি, নন্-গেজেটেড, নন্-মিনিস্টেরিয়াল পদে। মোট শূন্যপদ ৩,৭১৭টি। তবে এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৫৬৬টি, এসটি'র জন্য ২২৬টি, ওবিসি'র জন্য ৯৪৬টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪৪২টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১,৫৩৭টি পদ অসংরক্ষিত। যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ। অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। তবে কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়স হতে হবে ১০-০৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে ২৭-এর মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এককথায়, এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য এক্ষেত্রে কোনও কোটা নেই, স্বাভাবিক কারনে বয়সের ক্ষেত্রেও এঁদের কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। মূল মাইনে পে-ম্যাট্রিক্স লেভেল ৭ অনুযায়ী ৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা। এছাড়া, গ্রেড স্পেশাল সিকিউরিটি ভাতা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। বর্তমানে তা প্রদান করা হবে ৭ম সিপিসি অনুযায়ী।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১০ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, স্বাক্ষর সহ ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ৫০ কেবির মধ্যে। ফাইল তৈরি রাখতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। সময় দুই ঘন্টা। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে।

এককথায়, অনলাইনে পরীক্ষার ফি পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, চালান নিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার সমস্যা এড়ানো যায়। কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট। অফলাইনে ফি জমা দিতে হলে প্রয়োজনীয় চালান ডাউনলোড করবেন ওপরে বলা ওয়েবসাইট থেকেই। অনলাইনে আবেদন করার পর রেজিস্ট্রেশন শ্লিপের প্রিন্ট আউট নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকা দরকার। না থাকলে নতুন করে নেবেন। অ্যাডমিট কার্ডএবং কললেটার সেই ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় নিজের পছন্দের ৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রটির নাম উল্লেখ করে দেবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র পেয়ে যাবেন আগরতলায়। অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রর নাম, কোড নম্বর সহ ইত্যাদি বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। লিখিত পরীক্ষা, টায়ার-ওয়ান-এ সফল হলে টায়ার-টু এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* বহিঃরাজ্যের ব্যাঙ্কে **ট্রেনি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.বি দপ্তরের অধীনে **ইন্টেলিজেন্স অফিসার, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি/ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বিএসএফ-এ **কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,০১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিগমে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **ট্র্যাক মেইন্টেনার, পয়েন্টস ম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি অফিসার (ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইন্টেলিজেন্স অফিসার, এক্সিকিউটিভ (আই.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬২৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি/ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, স্পোর্টস কোটা (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ২৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল কোচ ফ্যাক্টরি)**
শূন্যপদ ঃ ১,০১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৩৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্র্যাক মেইন্টেনার, পয়েন্টস ম্যান (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রেলে ৬,২৩৮ টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগ দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রেলে ৬,২৩৮ টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনঃ প্রকাশ করা হলো। সারা দেশ জুড়ে রেল মন্ত্রকের অধীনে টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে টেকনেশিয়ান পদে ৬২৩৮ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে টেকনেশিয়ান পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৭-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৬২৩৮টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ১০২০টি, এসটি'র জন্য ৫৮৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৪২৫টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৫৭৩টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৬৩০টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৩৪৩টি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৬৪২টি সংরক্ষিত পদ রয়েছে। শূন্যপদের বিস্তারিত বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ টেকনেশিয়ান গ্রেড ওয়ান সিগন্যাল ঃ শূন্যপদ ২,১৯৬টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩২৬টি, এসটি'র জন্য ১৫৮টি, ওবিসি'র জন্য ৫৪৫টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২১২টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯৫৫টি পদ অসংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১০৮টি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২২৩টি সংরক্ষিত পদ রয়েছে। বয়স ১-৭-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ - ৩৩ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য।

ক্রমিকনং (১) ঃপদের নাম ঃ টেকনেশিয়ান গ্রেড থ্রি ঃ শূন্যপদ ১৮৩৭টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৮১টি, এসটি'র জন্য ১৬০টি, ওবিসি'র জন্য ৪৪৫টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ১৯৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৭৫৬টি পদ অসংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১১৬টি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১৮১টি সংরক্ষিত পদ রয়েছে। বয়স ১-৭-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ - ৩০ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য। প্রতি ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারিগরি যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। ১০০টি এমসিকিউ, ১০০ নম্বর এবং সময় ৯০মিনিট। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবেনা।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৭ আগস্টের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০২/ ২০২৫।

চাকরির লক্ষ্যে রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে ১,০১০ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে সহস্রাধিক হলেও ইন্টিগ্রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে ১,০১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১১ আগস্ট। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ ডিগ্রি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্টিগ্রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১১-০৮-২০২৫-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - পিবি/ আরআর/ ৩৯/ এপিপি/ ২০২৫। তারিখ ১২ জুলাই, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড কার্পেন্টার, ফ্রেশার শূন্যপদের সংখ্যা ৪০টি। এর মধ্যে ৬টি এসসি'র জন্য, ৩টি এসটি'র জন্য, ১১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ২টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৮টি অসংরক্ষিত। এক্স আইটিআই শূন্যপদের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে ৮টি এসসি'র জন্য, ৪টি এসটি'র জন্য, ১৪টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ২টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান, ফ্রেশার শূন্যপদের সংখ্যা ৪০টি। এর মধ্যে ৬টি এসসি'র জন্য, ৩টি এসটি'র জন্য, ১১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ২টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৮টি অসংরক্ষিত। এক্স আইটিআই শূন্যপদের সংখ্যা ১৬০টি। এর মধ্যে ২৪টি এসসি'র জন্য, ১২টি এসটি'র জন্য, ৪৩টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ৬টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৭৫টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ট্রেড ফিটার, ফ্রেশার শূন্যপদের সংখ্যা ৮০টি। এর মধ্যে ১২টি এসসি'র জন্য, ৬টি এসটি'র জন্য, ২২টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ৩টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৭টি অসংরক্ষিত। এক্স আইটিআই শূন্যপদের সংখ্যা ১৮০টি। এর মধ্যে ২৭টি এসসি'র জন্য, ১৪টি এসটি'র জন্য, ৪৯টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ৭টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮৩টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ট্রেড মেশিনিস্ট, ফ্রেশার শূন্যপদের সংখ্যা ৪০টি। এর মধ্যে ৬টি এসসি'র জন্য, ৩টি এসটি'র জন্য, ১১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ২টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৮টি অসংরক্ষিত। এক্স আইটিআই শূন্যপদের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে ৮টি এসসি'র জন্য, ৪টি এসটি'র জন্য, ১৪টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ২টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড পেইন্টার, ফ্রেশার শূন্যপদের সংখ্যা ৪০টি। এর মধ্যে ৬টি এসসি'র জন্য, ৩টি এসটি'র জন্য, ১১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ২টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৮টি অসংরক্ষিত। এক্স আইটিআই শূন্যপদের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে ৮টি এসসি'র জন্য, ৪টি এসটি'র জন্য, ১৪টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ২টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ ট্রেড ওয়েল্ডার, ফ্রেশার শূন্যপদের সংখ্যা ৮০টি। এর মধ্যে ১২টি এসসি'র জন্য, ৬টি এসটি'র জন্য, ২২টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ৩টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৭টি অসংরক্ষিত। এক্স আইটিআই শূন্যপদের সংখ্যা ১৮০টি। এর মধ্যে ২৭টি এসসি'র জন্য, ১৪টি এসটি'র জন্য, ৪৯টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য, ৭টি শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮৩টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, রেডিওলজি, প্যাথোলজি বিষয়ক বেশ কিছু শূন্যপদ রয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন অর্থমন্ত্রী।

রাজস্থানে বর্ষার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২,৬৯৯টি বিপজ্জনক ভবন ভাঙার নির্দেশ

জয়পুর, ০১ আগস্ট: সাম্প্রতিক সময়ে ঝালাওয়ার এবং জয়সলমেরে দুর্ঘটনার পর এক জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে রাজস্থান ডিপার্টমেন্ট অফ অটোনোমাস গভর্নেন্স রাজ্যের ২,৬৯৯টি বিপজ্জনক এবং ভগ্নপ্রায় ভবন সিল ও ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। এই পদক্ষেপটি রাজ্যজুড়ে বর্ষা মোকাবিলার প্রস্তুতির অংশ। কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন মাঠে নেমে পরিদর্শন করেন, জনসাধারণকে সতর্ক করেন এবং যেকোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতে ব্যবস্থা নেন। সম্প্রতি ঝালাওয়ার এবং জয়সলমেরে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা, যেখানে দুর্বল পরিকাঠামো এবং প্রবল বৃষ্টির কারণে নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুতর উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, তার পরেই ডিপার্টমেন্ট অফ অটোনোমাস গভর্নেন্স উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।

বিশেষত বর্ষাকালে কাঠামোগত পতনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভাগটি নগর অঞ্চলগুলোতে ভবনের নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতির একটি ব্যাপক পর্যালোচনা শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার, বিভাগের প্রশাসনিক সচিব রবি জৈন রাজ্যের ২২৪টি নগর স্থানীয় সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকটি জননিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী ভগ্নপ্রায় ভবনগুলো সিল ও ভেঙে ফেলার জন্য একটি কঠোর অভিযান শুরু করার ইঙ্গিত দেয়। জৈন ২২৪টি পৌরসভার এখতিয়ারে থাকা ২,৬৯৯টি চিহ্নিত বিপজ্জনক ভবন অবিলম্বে সিল ও ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন।

কর্তৃপক্ষ আরও কাঠামোগত দুর্বলতা এবং জলাবদ্ধতা সংক্রান্ত দুর্যোগের আশঙ্কায় উচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জৈনের এই বৈঠকটি পুরানো, পরিত্যক্ত এবং কাঠামোগতভাবে দুর্বল ভবনগুলোর ঝুঁকি কমাতে একটি পর্যালোচনা এবং কর্মপরিকল্পনার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। উদ্বোধনী বক্তব্যে রবি জৈন আরও দুর্ঘটনা ঘটার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেন।

জৈন সকল পৌর কমিশনার এবং কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের তাদের এখতিয়ারে থাকা এই ধরনের ভবনগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করতে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করেন। তিনি জনসাধারণের সচেতনতা বাড়াতে এবং দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বা মৃত্যু কমানোর জন্য চিহ্নিত অনিরাপদ ভবনগুলোর সামনে সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানোর ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, রাজস্থান জুড়ে শুরু হওয়া একটি বিশেষ অভিযানে ইতিমধ্যে ২,৬৯৯টি ভবনকে অনিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই চিহ্নিতকরণগুলো রাজ্য নির্দেশিকা অনুসারে কাঠামোগত নিরীক্ষা এবং সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে করা হয়েছে। জৈন নিশ্চিত করেছেন যে, এই ভবনগুলো সিল ও ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং উচ্চ জনবসতিপূর্ণ বা উচ্চ ঝুঁকির অঞ্চলগুলোতে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

তিনি সকল পৌর কমিশনার এবং কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগতভাবে তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা পরিদর্শন করতে এবং নিয়মিত শারীরিক পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশ জারি করেছেন। তিনি বলেন, প্রশাসনিক অবহেলার কারণে জননিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে এই সরেজমিন পরিদর্শন জরুরি। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, পৌর কর্মকর্তারা যেন ভগ্নপ্রায় ভবনগুলোর কাছে সতর্কীকরণ চিহ্ন দৃশ্যমান রয়েছে তা নিশ্চিত করেন এবং ভাঙার ও সিল করার অগ্রগতির বিষয়ে বিভাগকে রিয়েল-টাইম প্রতিবেদন দেন।

বৈঠকের আরেকটি মূল বিষয় ছিল নগর এলাকার বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো। বৃষ্টির সময় খোলা বা ঝুলে থাকা তারের কারণে বৈদ্যুতিক শক, শর্ট সার্কিট এবং আগুনের ঝুঁকির ক্রমবর্ধমান প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জৈন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর (ডিসকমস) প্রকৌশলীদের সঙ্গে জরুরি সমন্বয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি রাস্তা এবং জনবহুল স্থানের উপরে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা ঢিলা বৈদ্যুতিক তারগুলো অবিলম্বে মেরামতের নির্দেশ দেন।

জৈন নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলেন যে, বিদ্যুতের খুঁটি, বিতরণ কেন্দ্র (ডিপি), কেবল বক্স এবং সুইচ বক্সের কাছে ঝুলে থাকা তারগুলো দ্রুত সরিয়ে বা মেরামত করতে হবে। এছাড়াও, সুইচ বক্সের ভাঙা বা খোলা ঢাকনাগুলো অবিলম্বে সিল বা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, পৌর ফায়ার ব্রিগেডকে ২৪/৭ প্রস্তুত রাখতে হবে, যেখানে যানবাহন, কারিগরি কর্মী এবং সরঞ্জাম থাকবে, যাতে বৈদ্যুতিক আগুন বা ভবন ধসের মতো জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা যায়।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, বর্ষার সময় একটি ছোট ভুলও জীবনঘাতী পরিণতি ডেকে আনতে পারে এবং দুর্যোগ এড়ানোর একমাত্র উপায় হলো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। এ বছর রাজস্থানে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বৃষ্টি হওয়ায়, নগর নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামোর স্থিতিশীলতা জরুরি।

ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি 'বিরক্তির বিষয়' হয়ে দাঁড়িয়েছে : রুবিও

ওয়াশিংটন, ০১ আগস্ট: ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি 'বিরক্তির বিষয়' হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও দুই দেশ কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এমনটাই বললেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের আমদানির উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং অতিরিক্ত জরিমানা আরোপের একদিন পরই রুবিও এই মন্তব্য করেন। ট্রাম্প এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং উচ্চ শুল্ক ব্যবস্থাকে তুলে ধরেন।

ফক্স রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রুবিও বলেন, 'দেখুন, ভারত আমাদের মিত্র এবং কৌশলগত অংশীদার। তবে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সবসময় সব বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব নয়।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারতের বিশাল জ্বালানি চাহিদা রয়েছে, যার জন্য তাদের তেল, কয়লা এবং গ্যাস কেনা জরুরি। রাশিয়া থেকে তেল সস্তায় পাওয়া যায় কারণ আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা অনেক সময় বিশ্ববাজারের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর এটি দুর্ভাগ্যবশত, রাশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করছে। তাই এটি ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিরক্তির কারণ।'

রুবিও-র এই মন্তব্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পরপরই এসেছে। ট্রাম্প বৃহস্পতিবার তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ''ট্রুথ সোশ্যাল''-এ এই ঘোষণাটি করেন।

ট্রাম্প বলেছেন যে, শুক্রবার, ১ আগস্ট থেকে ভারতের আমদানির ওপর যুক্তরাষ্ট্র ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং এর সঙ্গে অতিরিক্ত জরিমানাও আরোপ করবে।

নিজের পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'সবকিছু ভালো নয়! উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য ১ আগস্ট থেকে ভারতকে ২৫ শুল্ক এবং অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হবে। আপনাদের মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ভারত বিশ্বজুড়ে 'সবচেয়ে কঠোর এবং আপত্তিকর অ-আর্থিক বাণিজ্য বাধা' তৈরি করে রেখেছে। তিনি যুক্তি দেন যে ভারতের শুল্ক বিশ্বের সর্বোচ্চগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ট্রাম্প বলেন, 'মনে রাখবেন, যদিও ভারত আমাদের বন্ধু, তবে বছরের পর বছর ধরে তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনামূলকভাবে কম ব্যবসা হয়েছে, কারণ তাদের শুল্ক অনেক বেশি।'

তিনি আরও বলেন, 'এমন একটি সময়ে যখন সবাই চায় রাশিয়া ইউক্রেনে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করুক, তখন এসব বিষয় ভালো বার্তা দেয় না। ভারত সবসময় তার বেশিরভাগ সামরিক সরঞ্জাম রাশিয়া থেকে কিনেছে এবং চীনের পাশাপাশি রাশিয়ার জ্বালানির অন্যতম বৃহত্তম ক্রেতা।'

উপমুখ্যমন্ত্রী সিং দেওয়ের সম্বলপুরী দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার আবেদন

ভুবনেশ্বর, ০১ আগস্ট: উপমুখ্যমন্ত্রী কনক বর্ধন সিং দেও সম্বলপুরী দিবস উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সম্বলপুরী ভাষার প্রচারক সত্যনারায়ণ বোহিদারের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই দিনটি পালিত হয়।

এক আবেগপূর্ণ ভিডিও বার্তায় উপমুখ্যমন্ত্রী জনগণকে সম্বলপুরী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন ও সংরক্ষণ করার জন্য আবেদন করেন।

দেও বিখ্যাত সম্বলপুরী কবি গুরু শ্রী সত্যনারায়ণ বোহিদারের জন্মবার্ষিকীতে তাকে শ্রদ্ধা জানান এবং এই কিংবদন্তী ব্যক্তিত্বের প্রতি শতকোটি প্রণাম জানান।

তিনি তার বার্তাটি 'জয় মা সামালেই' বলে শেষ করেন এবং ওড়িশার জনগণের মঙ্গল কামনার জন্য শ্রদ্ধেয় দেবীর আশীর্বাদ কামনা করেন।

তিনি টুইটে লিখেছেন, 'আজ ীছখুদ্বত্নথুনদ্মন্তুঙ্গখা। এই উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। মহান সম্বলপুরী কবি গুরু শ্রী সত্যনারায়ণ বোহিদারের জন্মবার্ষিকীতে তাকে শতকোটি প্রণাম। জয় মা সামালেই।'

দেও-এর এই বার্তাটি জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক গর্ব এবং ঐক্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের এই অঞ্চলের অনন্য ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি সংরক্ষণে একসাথে কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

সীমান্ত এলাকা

● প্রথম পাতার পর

সীমান্তে নিরাপত্তা ইতিমধ্যেই জোরদার করা হয়েছে। বিএসএফ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাহিনী সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করেছে এবং ত্রিপুরা পুলিশকেও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজকের ড্রোন উদ্ধারের ঘটনায় লঙ্কামুড়া সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এই ড্রোনটি কোথা থেকে উড়ে এল এবং তার উদ্দেশ্য কী ছিল? তদন্তকারী সংস্থাগুলির রিপোর্টের অপেক্ষায় গোটা প্রশাসন।

প্রাক্তন জেডিএস সাংসদ প্রজ্বল রেবান্না ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত

বেঙ্গালুরু, ১ আগস্ট : কর্ণাটকের মাইসুরুর কেআর নগরের এক গৃহকর্মীর দায়ের করা ধর্ষণ মামলায় প্রাক্তন জেডিএস সাংসদ প্রজ্বল রেবান্নাকে শুক্রবার বিশেষ জনপ্রতিনিধি আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে।

মাত্র ১৪ মাসে মামলার বিচার সম্পন্ন হয়ে রায় ঘোষণা হয়েছে, যা নজিরবিহীন বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার এই মামলার সাজা ঘোষণা করবে আদালত। শুক্রবার রায় ঘোষণার পর আদালতকক্ষে কান্নায় ভেঙে পড়েন রেবান্না। আদালত ত্যাগের সময় তাঁকে আবেগপ্রবণ অবস্থায় দেখা যায়।

সাইবার ক্রাইম স্টেশন, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি)-এ এই মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, অভিযুক্ত প্রজ্বল রেবান্না গৃহকর্মীকে ধর্ষণ করেন এবং সেই ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) ও তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০৮-এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়।

সিআইডির স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (এসআইটি) ইন্সপেক্টর শোভা-র নেতৃত্বে তদন্তে ১২৩টি প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় এবং প্রায় ২০০০ পাতার বিশাল চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে মামলার শুনানি শুরু হয়। পরবর্তী সাত মাসে আদালত ২৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করে এবং ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির (এফএসএল) রিপোর্টসহ অপরাধস্থলের স্পট ইনস্পেকশন রিপোর্ট পর্যালোচনা করে।

প্রজ্বল রেবান্না যেসব ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, সেগুলির মধ্যে আইপিসি ৩৭৬(২)(ক) ও ৩৭৬(২)(ন) ধারায় ন্যূনতম ১০ বছরের কারাদণ্ড, যা যাবজ্জীবন পর্যন্ত বাড়তে পারে। আইপিসি ৩৫৪(এ), ৩৫৪(বি) ও ৩৫৪(সি) ধারায় সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে। আইপিসি ৫০৬ ধারায় ছয় মাস পর্যন্ত এবং আইপিসি ২০১ ধারায় এক থেকে সাত বছর পর্যন্ত সাজার বিধান রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬(ই) ধারায় সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। শনিবার আদালত রেবান্নার বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করবে।

৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ

● প্রথম পাতার পর

থাকেন। ২০২৫ সালের নির্বাচনী কলেজে মোট ৭৮৮ জন সদস্য থাকার কথা। এর মধ্যে রাজ্যসভার ২৩৩ জন নির্বাচিত (বর্তমানে পাঁচটি আসন শূন্য) এবং ১২ জন মনোনীত সদস্য এবং লোকসভার ৫৪৩ জন নির্বাচিত সদস্য (একটি আসন শূন্য) রয়েছেন। বর্তমানে শূন্য আসন থাকার কারণে নির্বাচনী কলেজে মোট সদস্য সংখ্যা ৭৮২।

এই নির্বাচনটি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন রাজ্যসভার মহাসচিবকে এই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে। সংসদ ভবনের প্রথম তলার রুম নম্বর এফ-১০১, বাসুধা-তে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হবে। তাই নির্বাচকদের অবশ্যই তাদের ভোটের গোপনীয়তা কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে। এই নির্বাচনে প্রকাশ্যে ভোট দেওয়ার কোনো ধারণা নেই, এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনো পরিস্থিতিতেই কাউকে ব্যালট দেখানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তরুণী বধূর রহস্য মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

এক সময় উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে।

খবর নিয়ে জানা গেছে তিন'বছর আগে কমলাসাগর বিধানসভার গকুলনগর আদর্শ কলোনী এলাকার গোপাল দেবনাথের ছেলে রাজু দেবনাথের (৩২) সঙ্গে সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিবাহ হয় আগরতলা মলয় নগর এলাকার শংকর দেবনাথের ১৯ বছরের কন্যা শিউলি দেবনাথের। মৃত শিউলি দেবনাথের পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে স্বামী শশুর শাশুড়ি মিলে খুন করেছে শিউলিকে।

মৃত শিউলির পিতা অভিযোগ করেন বিয়ের দুমাস পর থেকেই তাদের সাংসারিক জীবনে ঝামেলা চলছিল। বিয়ের দুমাস পর ১১ মাস শিউলি তার বাবার বাড়িতে ছিল। পরবর্তী সময়ে উভয় পরিবারের মীমাংসার মাধ্যমে শিউলিকে তার স্বামীর বাড়িতে আনা হয়। তাকে তার শশুর মারধোর করত বলে অভিযোগ। এদিকে পনের জন্য শ্বশুর বাড়ির লোকজন এবং স্বামীও সংসারে অশান্তি করত বলে অভিযোগ করেছেন গৃহবধূর পিতা। শুক্রবার সকালে স্বামীর বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে গৃহবধূ শিউলি, এমনই জানিয়েছে তার শশুর বাড়ির লোকজন। জানা যায় শিউলির শ্বশুরবাড়ির লোকজন পুলিশকে না জানিয়ে মৃতদেহ বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে গৃহবধূর বাবার দাবি, উনার মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারেনা। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে।

বহি:রাজ্যে রোগী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। বর্তমানে সারা দেশেই আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের গরিমা রয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই গরিমা রক্ষা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে এ.জি.এম.সি.-তে এম.বি.বি.এস কোর্সে ১৫০টি আসন রয়েছে। শুরুতে ১০০টি আসন নিয়ে এই কলেজটি চালু হয়েছিল। বর্তমানে ১৫০টি আসনের মধ্যে ১১৮-টি আসন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাকি ২২টি আসন কেন্দ্রীয় সরকারের নোমিনি এবং ১০টি আসন উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। বর্তমানে এই কলেজে এম.বি.বি.এস. পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫২৫ জন। এখন পর্যন্ত এই কলেজ থেকে ১,৪৮৪ জন এম.বি.বি.এস, পাশ করেছেন। এরমধ্যে রাজ্যের ১২৭০ জন। তারা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং তারা আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ২০টি বিষয়ে পি.জি. করার সুযোগ রয়েছে। পি.জি.-র আসন সংখ্যা ৮৯টি। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মানুষ চিন্তাই করতে পারেননি এখানেও কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব হবে। বর্তমানে রাজ্যেই জটিল অস্ত্রোপচার এবং চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে রাজ্য সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা রূপায়ণ করছে। জেলা হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো আরও আধুনিক করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে কলেজের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী উদিচি শীর্ষক ওয়াল ম্যাগাজিনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন বর্ষে এম.বি.বি.এস এবং পি.জি. কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য ফলাফলের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্মারক উপহার ও শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে, বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দজি মহারাজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অনুপ কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডা. এইচ. পি. শর্মা প্রমুখ।

প্রদ্যোতের নেতৃত্বে

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন, যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি দেখবেন। তিপ্রাসা জনগণের প্রতি ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা হবে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, তিপ্রা মথার এই প্রতিনিধি দল এদিন দিল্লিতে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। সেখানেও রাজ্যের রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাহুলের ভোট কারচুপি নিয়ে অভিযোগ, অমূলক বলে প্রত্যাখ্যান কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের রাহুল গান্ধী বলেছেন, ভোট চুরি হচ্ছে। আমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে যে নির্বাচন কমিশন এই চক্রান্তে জড়িত। এই প্রমাণ সামনে এলে গোটা দেশ বুঝবে নির্বাচন কমিশন কাদের হয়ে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস নিজের উদ্যোগে এই বিষয়ে তদন্ত করে এবং যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তা একটি 'পারমাণবিক বোমা' সদৃশ। নির্বাচন কমিশন আমাদের তদন্তে সহযোগিতা করেনি, তাই আমরা নিজেরাই ছয় মাস ধরে খতিয়ে দেখি। এবং যেটা পেয়েছি, সেটা জাতীয় স্তরের বিস্ফোরণ ঘটাবে। এই বিস্ফোরণের পরে দেশে নির্বাচন কমিশন খুঁজে পাওয়া যাবে না, বলেন রাহুল গান্ধী।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ থেকে নিচস্তর পর্যন্ত যাঁরা এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত, তাঁদের কাউকে ছাড়া হবে না। আপনারা ভারতের বিরুদ্ধে কাজ করছেন, এটা দেশদ্রোহিতার সমান। আপনারা যেখানেই থাকুন, অবসরপ্রাপ্ত হলেও আপনাদের খুঁজে বের করা হবে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তারা এই ধরনের "অমূলক অভিযোগ ও হুমকি"কে গুরুত্ব দিচ্ছে না। প্রতিদিন এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা সব নির্বাচন কর্মকর্তাদের বলছি, আপনারা নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে কাজ চালিয়ে যান, বলা হয়েছে কমিশনের বিবৃতিতে।

কমিশন আরও জানিয়েছে, রাহুল গান্ধীকে গত ১২ জুন ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়ে ইমেল ও চিঠি পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। তিনি কোনও দিন কমিশনের কাছে কোনও চিঠি পাঠাননি। অথচ আজ বেপরোয়া অভিযোগ ও হুমকি দিচ্ছেন। এটা নিন্দনীয়! বলেছে কমিশন।

এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুও কড়া প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী এখন আর শিশু নন, তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাঁর এমন দেশবিরোধী বক্তব্য ও সংসদে বাধা সৃষ্টি করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, বলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী।

এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এবং কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলেও, কমিশনের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পড়ুয়া দুই কন্যাকে

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। চিকিৎসকরা কোনো অভিভাবক না পেয়ে অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে হাসপাতালে ভর্তি করে তানিয়াকে। তিন ঘণ্টা পর ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় দিদা। অভিযোগ দুই বোনকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনায় অবগত আছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশিষ্টজনেরা। তবুও কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। খবর নেই বিশালগড় সি ডাব্লিউ সি ও চাইল্ড লাইনের কর্মীদের। তানিয়ার এই করুণ অবস্থায় সমাজের তথাকথিত ভদ্র জনগণের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন দেখা উঠেছে।

জনসংযোগে নিগমকে

● প্রথম পাতার পর

ওয়ার্ড কার্যালয় সহ বিভিন্ন জায়গায় এই নম্বর প্রচার করতে হবে। প্রতিটি সাব ডিভিশনে একটি করে 'গ্রাহক সহায়তা ডেস্ক' খোলার কথা জানানো হয়েছে, যেখানে প্রশিক্ষিত কর্মীরা সরাসরি গ্রাহকদের সমস্যা শুনে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। পাশাপাশি 'বিদ্যুৎ বন্ধু' মোবাইল অ্যাপের ব্যাপক প্রচার চালানোর নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, বিদ্যুৎ বন্ধু অ্যাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে গ্রাহকরা অনেক কিছু সহজে বুঝতে পারবেন। প্রতিটি কর্মী সম্পর্কে জেনে গ্রাহকদেরকে জানাতে হবে। স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত বিরূপ মত বা অপপ্রচারের জবাব দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত কেউ স্মার্ট মিটারকে ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার যদি পারেন, আমরা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব। এটা গ্রাহক বান্ধব প্রযুক্তি। তিনি নিগমের কর্মীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়ে প্রচার চালাতে অনুরোধ করেন এবং নিজ নিজ সাব-ডিভিশন থেকে তথ্যভিত্তিক পোস্ট করার পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনাকে ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ পরিষেবা বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, নিজের ছাদেই সোলার প্যানেল বসিয়ে শুধু বিল শূন্যে আনাই নয়, আয়ও করা সম্ভব। এই যোজনায় আমরা ত্রিপুরার প্রতিটি বিদ্যুৎ গ্রাহককে সচেতন করতে চাই।

মন্ত্রী কঠোর ভাষায় বলেন, হুকলাইন রোধে কোনও রকম ছাড় দেওয়া যাবে না। এটা শুধু দণ্ডনীয় নয়, অন্যান্য সৎ গ্রাহকদের প্রতি অবিচার। এর বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিতে হবে।

মন্ত্রী এই বৈঠকে জনসংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১টি প্রধান পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। যেগুলি হল: হেল্পলাইন নম্বর চালু ও প্রচার, গ্রাহক সহায়তা ডেস্ক স্থাপন, বিদ্যুৎ বন্ধু অ্যাপের সচেতনতা, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর প্রচারে জোর, সাব ডিভিশন ভিত্তিক জনসংযোগ নোডাল অফিসার নিয়োগ, এলাকার জনগণকে নিয়ে মাসিক 'বিদ্যুৎ জন সংলাপ' কর্মসূচি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয়তা,

গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ, নতুন কানেকশনে বিলম্ব রোধে নির্দেশ, নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান, এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ বজায় রাখা।

বিগত বর্ষা মৌসুম এবং দুর্গা পূজার সময় বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বিদ্যুৎ মন্ত্রী এদিন বলেন, "কখনো এক গলা জলে নেমে, কখনো অনিদ্রায় কাজ করে আপনারা যেভাবে কাজ করেছেন, তাতে জনগণের আস্থা বেড়েছে। এবারও সেই উদাহরণ ধরে রাখতে হবে।"

বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছাড়াও এই ভিডিও কনফারেন্সে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু, অর্থ অধিকর্তা সর্বজিৎ সিং ডোগরা এবং জেনারেল ম্যানেজার স্বপন দেববর্মা। তারা জানান, মন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে জনসংযোগ ও গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করতে আগামী মাস থেকেই গুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে কাজ শুরু করবে বিদ্যুৎ নিগম।

ভর্তি নিয়ে উত্তপ্ত রামঠাকুর

● প্রথম পাতার পর

কলেজের প্রিন্সিপালের রুমের দরজায় লাথি দিতে থাকে। ঘটনায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন অধ্যাপক অধ্যাপিকা গন। অসুস্থ হয়ে পড়েন কলেজের এক অধ্যাপিকা। মূলত, উচ্চশিক্ষা দপ্তর অধীন বিভিন্ন কলেজগুলিতে যে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে সেটা বন্ধ রেখে তাদের মন পছন্দের ছেলে মেয়েকে সবার আগে কলেজের মধ্যে ভর্তি করার দাবিতে উশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ওই যুবকরা, এমনটাই জানিয়েছেন কলেজের প্রিন্সিপাল।

এই বিষয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল জানান, উচ্চশিক্ষা দপ্তর যেভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সেভাবেই কলেজে ভর্তি করাতে হবে ছাত্র-ছাত্রী। কলেজের কাছে নিজস্ব স্বাধীনতা নেই ভর্তির প্রক্রিয়ার। কিন্তু এই বিষয়ে মানতে নারাজ আন্দোলনরত যুবকরা। এতেই কলেজকে এক প্রকার ঘিরে ধরে অধ্যাপক অধ্যাপিকা দের উপর চড়াও হয়, ওই উশৃংখল যুবকরা। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে স্থানীয় যুব মোর্চার নেতারা। পরবর্তীতে তারা প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে কলেজ চত্বরে বহিরাগত যুবকদের এ ধরনের আস্ফালনে শিক্ষাক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে প্রিন্সিপাল অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

পুরনো বিশালাকার গাছ ভেঙে পড়লো রাস্তায়, স্তব্ধ যান চলাচল, রাস্তা পরিস্কারে হাত লাগালো টিএসআর জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: পুরনো বিশালাকার গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তায় স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। ঘটনা গোলাঘাটি জম্পুইজলা সড়কের জগন্নাথ পাড়ায়। জানাযায় বৃহস্পতিবার রাতে বিশালাকার গাছটি রাস্তায় আছড়ে পড়ে। রাতেই দুর্ঘটনার শিকার হয় কয়েকজন বাইক আরোহী। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বন দপ্তরের দেখা নেই। বাধ্য হয়ে স্থানীয়রা কিছু ডালপালা সরিয়ে ছোট গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বড় গাড়ি চলাচল করতে পারছেনা। শুক্রবার দুপুরে টিএসআর জওয়ানদের গাড়ি আটকে যায়। শেষে জওয়ানরা রাস্তা পরিস্কারে হাত লাগায়। বিশালাকার গাছটি কোনক্রমে খানিকটা সরিয়েছে টিএসআর জওয়ানরা। এরপর থেকে বড় গাড়ি চলাচল শুরু হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রান্তোষ দাস জানান কিছুদিন পরপর গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তায়। এছাড়া শুকনো ডালা প্রায়ই ভেঙে পড়ে পথচারীদের ওপর। কখনো গাছ ভেঙে পড়ে ফসলের জমিতে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষকরা। এখনো দপ্তরের হেলদোল নেই বলে জানান প্রান্তোষ দাস।

এছাড়া প্রায়ই গোলাঘাটি বাজারে রাস্তার দু”পাশে থাকা বিশালাকার গাছ এবং ডালা ভেঙে পড়ে। এ বিষয়ে ব্যবসায়ী হরিধন দাস জানান ১৯৯০ সালে গাছ লাগানো হয়েছিল। এখন গাছগুলো বিশালাকৃতির হয়েছে। কখনো গাছ ভেঙে পড়ে আবার কখনো ডালা ভেঙে পড়ে। আহত হয় ক্রেতা বিক্রেতারা। অজানা আতঙ্কে রয়েছে ব্যবসায়ীরা। অনেক সময় বাজারে হরিনাম সনকীর্তনে রান্নার জন্য শুকনো ডালা নিতে গেলে বাধা দেয় বন দপ্তর। বিপজ্জনক গাছ কেটে নতুন করে ফল এবং ভেষজ গাছ রোপণের দাবি তুলেছে ব্যবসায়ীরা।

১১ দফা দাবির ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন প্রদান করল বিজেপি কৈলাসহর মন্ডল কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ আগস্ট:শুক্রবার বিকেলবেলা কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের অধীনে ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিবের কাছে ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে একটি ডেপুটেশন প্রদান করে বিজেপি কৈলাসহর মন্ডল কমিটি। ডেপুটেশন দেওয়ার পূর্বে, ইছবপুর বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে উক্ত ডেপুটেশনে গিয়ে মিলিত হয়। পরবর্তী সময় ইছবপুর বাজারে একটি বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেয় কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ, কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত দে, মন্ডলের সম্পাদক আসাদুর জ্জামান রফি, বিজেপি দলের সক্রিয় কর্মী আনসার আলী, মনসুর আলী, প্রসেনজিৎ পাল থেকে শুরু করে বিজেপি দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এই ১১ দফা দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবি হল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সঠিক প্রাপকদের দল মত নির্বিশেষে তালিকা প্রদান করতে হবে, উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে যে সমস্ত কাজ অর্ধ সমাপ্ত রয়েছে সেইসব কাজ গুলি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হবে। এ ছাড়াও ইত্যাদি দাবিতে আজকের এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়, উনাদের দাবি গুলির সাথে সহমত পোষণ করেন পঞ্চায়েত সচিব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরায় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পরিকাঠামো পুনর্গঠন বিষয়ক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: আজ প্রজ্ঞাভবনে ”ত্রিপুরায় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পরিকাঠামো পুনর্গঠন” বিষয়ক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সমিশন (টিআইএফটি) এবং কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়। এটি একটি চলমান যৌথ গবেষণার অংশ, যার লক্ষ্য ত্রিপুরায় টেকনিক্যাল ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জী। তিনি তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের স্কিলিং উদ্যোগগুলিকে উদীয়মান অর্থনৈতিক সুযোগ ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আইআইএম কলকাতার পক্ষে অধ্যাপক সৈকত মৈত্র এবং অধ্যাপক রাজেশ বাবু আর কর্মশালায় আলোচনা করেন। আলোচনায় যে ক্ষেত্রগুলিকে উচ্চ সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে লজিস্টিকস আইটি/আইটিইএস, ইকো ট্যুরিজম, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ফার্মা এবং হস্তশিল্প।

এছাড়াও কর্মশালায় হসপিটালিটি, স্বাস্থ্যসেবা, বাঁশ, রাবার, শিল্প সংযুক্তিকরণ বিষয়ে এবং জনজাতি যুবাদের স্কিলিং বিষয় সহ এন্টারপ্রেনারশিপ ও ডিজিট্যাল স্কিলিং এর বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। কর্মশালায় গৃহীত মতামত ও প্রস্তাব সমূহ আইআইএম কলকাতা এবং টিআইএফটি কর্তৃক প্রণিত চূড়ান্ত নীতিপত্র এবং বাস্তবায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কর্মশালার কার্যবিবরণী ও ফলাফল ব্যাপকভাবে প্রচারে নেওয়া হবে। যাতে তথ্য নির্ভর নীতি নির্ধারণে সহায়ক হয়। এই উদ্যোগ রাজ্য সরকারের এক সুস্পষ্ট অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে একটি গতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎমুখী স্কিলিং পরিকাঠামো গড়ে তুলবে যা রাজ্যের যুব সমাজকে ক্ষমতায়ণ করবে এবং আর্থিক উন্নয়নে গতি আনবে।

স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে সাব্রুমে বিক্ষোভ সিপিআইএম — র

সাব্রুম, ১ আগস্ট: স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে শুক্রবার সাব্রুমে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত করেছে সিপিআইএম। এদিন এক বিক্ষোভ রেলি সাবরুমের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছে। বিক্ষোভ র‍্যালি থেকে অবিলম্বে স্মার্ট মিটার বাতিলসহ বিদ্যুৎ ও জল কর হ্রাসের দাবি জানানো হয়েছে।

সিপিআইএম সাব্রুম বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এদিন সকাল সাড়ে এগারটায় মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন দক্ষিণ জেলা সম্পাদক মিহির পাটারী, প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী এবং সিপিআইএম নেতা বিপ্লব সান্যাল।

রাস্তার বেহাল দশার অভিযোগ এনে রাস্তা অবরোধে সামিল স্থানীয়রা

আগরতলা, ১ আগস্ট: ফের রাস্তার বেহাল দশার অভিযোগ এনে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার সকাল থেকে বড়সুরমা গ্রামে দুর্গাচৌমুহনী ভায়া মরাছড়া-কমলপুর সড়কের বেহাল দশার প্রতিবাদে সরব হয়ে রাস্তাঅবরোধ করেন স্থানীয়রা।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ এক বছর ধরে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, যা যান চলাচলের অযোগ্য। বিশেষ করে মূমূর্ষ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পথচারীরাও মারাত্মক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বার বার রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন স্থানীয়রা। দ্রুত রাস্তাঘাট মেরামত না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার সহ এক চোর আটক

আগরতলা, ১ আগস্ট: রাজধানীর ভাটি অভয়নগর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার সহ এক চোরকে আটক করে এনসিসি থানার পুলিশ। তাকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এবিষয়ে থানার সেকেন্ড অফিসার গোপাল শুক্ল দাস জানান,

গত ৩০ জুলাই ভাটি অভয়নগর এলাকার বাসিন্দা, মিমি শহর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় বাড়িতে থাকা চার ভরি স্বর্ণালংকার, তিন ভরি রুপার অলংকার এবং সঙ্গে দুটি মোবাইল চুরি করে নিয়ে যায় চোর। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মিমি সাহা একটি চুরির মামলা দায়ের করেন এনসিসি থানায়। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভি খতিয়ে দেখে একজন চোরকে শনাক্ত করে। তার নাম লিটন মিয়া, পিতা সেলিম মিয়া বাড়ি বিটারবন এলাকায়। তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ তাকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদেরও আটক করা হবে বলে, জানিয়েছে পুলিশ।

রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদ পূরণ না করে সরকার মিথ্যা প্রচার করছে: ডিওয়াইএফআই রাজ্যসম্পাদক নবারুণ দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদ পূরণ না করে সরকার মিথ্যা প্রচার করছে। ভীশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী, প্রতি ঘরে একটি করে চাকরি দেওয়ার কথা বিজেপির। এক বছরে সরকারি দপ্তরে পঞ্চাশ হাজার শুন্য পদ পূরণ করার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের সাত বছর চার মাস পূরণ হওয়ার পরেও এই প্রতিশ্রুতি গুলি পূরণ হয়নি। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্যসম্পাদক নবারুণ দেব।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন মিছিল মিটিংয়ে ১৯ হাজার চাকরি হয়েছে বলে প্রচার চালাচ্ছেন। কিন্তু ২০১৮ সালে যে প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিয়েছিল তার কিছুই পূরণ হয়নি। বর্তমান সরকারের সাত বছর চার মাস সময়ে রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তর থেকে ৩০ হাজার সরকারি কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন। অথচ সে অনুযায়ী শূন্যপদ পূরণ হয়নি। বরং লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রতি বছর তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার শূন্যপদ এবুলিস করে দিচ্ছে সরকার। বিধানসভার তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদ রয়েছে। নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করা দূরের ব্যাপার, কিন্তু শূন্যপদগুলি পূরণ করতে ও ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার।

তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি এক অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন বামফ্রন্ট সরকার নাকি পার্টি অফিস থেকে চাকুরি বিলি করত। তিনি উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দেন, বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রী সরকারি চাকরি করতেন, সেই চাকরি তিনি বামফ্রন্টের কোন অফিস থেকে নিয়েছেন? তার উত্তর চান বামফ্রন্ট যুব নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই মন্তব্যের প্রমাণ দাবী করেন তিনি।

ফাইন্যালে মর্নিং স্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ লা আগস্ট ২০২৫ ইং, বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের আয়োজিত প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে মর্নিং স্টার। ২-১ গোলে সাব্রুমের বিন্দাস বয়সকে হারিয়ে ফাইনাল খেলার ছাড় পত্র পায়। তেসরা আগস্ট রবিবার ফাইনাল ম্যাচে মর্নিং স্টার মুখোমুখি হবে রিয়েল ফ্রেন্ডসের সাথে। শুক্রবার ছিল দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। এই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মর্নিং স্টার বনাম সাব্রুম বিন্দাস বয়েস। এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল উন্মাদনা। বিদ্যাপিঠ মিনি স্টেডিয়ামে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল ফুটবল প্রেমীদের। শুক্রবার বিকেল চারটায় শুরু হয় দ্বিতীয় সেমিফাইনালের টুর্নামেন্ট। মর্নিং স্টার বনাম সাব্রুম বিন্দাস বয়েসের পক্ষ থেকে ফুটবলাররা লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়ে প্রথমার্ধে কোন গোল করতে পারে নি। উভয় দলের ফুটবলাররা গোল দেওয়ার সুযোগ থাকলেও প্রথমার্ধে ব্যার্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে প্রথমে বিন্দাস বয়েস ৪৮ মিনিটের মাথায় একটি গোল দেয় মর্নিং স্টারকে। এরপরই টানটান উত্তেজনা শুরু হয়। উভয় দলই মরিয়া হয়ে উঠে গোল করার জন্য। ঠিক ৪৯ মিনিটের মাথায় মর্নিং স্টার একটি গোল করার ফলে সমান সমান হয়ে যায়।

শুরু হয় আরো গোল করার প্রয়াস। গোল করার লড়াই জারি রেখেছে উভয় দলই। অবশেষে ৫৯ মিনিটের মাথায় মর্নিং স্টার আরেকটি গোল করে এক গোলে এগিয়ে থাকার ফলে ২-১ গোলে হারিয়ে মর্নিং স্টার টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলার ছাড় পত্র পায়। ফাইনাল ফুটবল ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী , ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার সহ অন্যান্য অতিথিগন।ফাইনাল ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে। ফাইনালে মুখোমুখি হবে রিয়েল ফ্রেন্ডস বনাম মর্নিং স্টার। বেলা দুইটা থেকে ফাইনাল ম্যাচের অনুষ্ঠান শুরু হবে। ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক নেপাল চন্দ্র সেন সকলকে ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করার আবেদন জানান।

বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের আয়োজিত প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে মর্নিং স্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ লা আগস্ট: বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের আয়োজিত প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে মর্নিং স্টার। ২-১ গোলে সাব্রুমের বিন্দাস বয়সকে হারিয়ে ফাইনাল খেলার ছাড় পত্র পায়। তেসরা আগস্ট রবিবার ফাইনাল ম্যাচে মর্নিং স্টার মুখোমুখি হবে রিয়েল ফ্রেন্ডসের সাথে। শুক্রবার ছিল দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। এই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মর্নিং স্টার বনাম সাব্রুম বিন্দাস বয়েস। এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল উন্মাদনা। বিদ্যাপিঠ মিনি স্টেডিয়ামে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল ফুটবল প্রেমীদের।

শুক্রবার বিকেল চারটায় শুরু হয় দ্বিতীয় সেমিফাইনালের টুর্নামেন্ট। মর্নিং স্টার বনাম সাব্রুম বিন্দাস বয়েসের পক্ষ থেকে ফুটবলাররা লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়ে প্রথমার্ধে কোন গোল করতে পারে নি। উভয় দলের ফুটবলাররা গোল দেওয়ার সুযোগ থাকলেও প্রথমার্ধে ব্যার্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে প্রথমে বিন্দাস বয়েস ৪৮ মিনিটের মাথায় একটি গোল দেয় মর্নিং স্টারকে। এরপরই টানটান উত্তেজনা শুরু হয়। উভয় দলই মরিয়া হয়ে উঠে গোল করার জন্য। ঠিক ৪৯ মিনিটের মাথায় মর্নিং স্টার একটি গোল করার ফলে সমান সমান হয়ে যায়। শুরু হয় আরো গোল করার প্রয়াস। গোল করার লড়াই জারি রেখেছে উভয় দলই।

অবশেষে ৫৯ মিনিটের মাথায় মর্নিং স্টার আরেকটি গোল করে এক গোলে এগিয়ে থাকার ফলে ২-১ গোলে হারিয়ে মর্নিং স্টার টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলার ছাড় পত্র পায়। ফাইনাল ফুটবল ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী , ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার সহ অন্যান্য অতিথিগন।ফাইনাল ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে। ফাইনালে মুখোমুখি হবে রিয়েল ফ্রেন্ডস বনাম মর্নিং স্টার। বেলা দুইটা থেকে ফাইনাল ম্যাচের অনুষ্ঠান শুরু হবে। ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক নেপাল চন্দ্র সেন সকলকে ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করার আবেদন জানান।

দিল্লিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত আইপিএফটির এক প্রতিনিধি দল

আগরতলা, ১ আগস্ট: আজ দিল্লিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন আইপিএফটির এক প্রতিনিধি দল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনারগণ ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক জোশি আজ নয়াদিল্লির নির্বাচন সদনে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা(আইপিএফটি) র এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলের সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ দলের অন্যান্য সদস্যগন। এদিনের এই বৈঠকে কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কমিশন দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহন করেছে আইপিএফটি দলের নেতৃত্বরা।

উল্লেখ্য, ভারতের নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই গোটা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই বৈঠকগুলি মূলত নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জাতীয় ও রাজ্য পর্য্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাপতিদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যার মাধ্যমে জাতীয় ও রাজ্য দলের সভাপতিরা সরাসরি কমিশনের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা করতে পারেন এবং তাঁদের মতামত ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন। এই উদ্যোগ কমিশনের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার লক্ষ্য হল বিদ্যমান আইনি কাঠামোর অধীনে সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে মিলিতভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত করা।

তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে এসআরআই পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রান্সপ্লান্টিং কর্মসূচি পালিত হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ আগস্ট: শুক্রবার তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী কমিউনিটি ট্রান্সপ্লান্টিং কর্মসূচি, যেখানে হাইব্রিড ধানের চাষ প্রদর্শিত হয় আধুনিক এসআরআই পদ্ধতির মাধ্যমে।

এই অনন্য কৃষি-উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন অরবিন্দ দেববর্মা, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, এবং কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক রিতেশ দে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিভাগের আধিকারিক, স্থানীয় কৃষকবৃন্দ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। কাদা-মাটির জমিতে দাঁড়িয়ে সকলে হাতে তুলে নেন সবুজ ধানের চারাএক অনন্য দৃশ্য, যা যেন ভবিষ্যতের সোনালী ফসলের এক বাস্তব স্বপ্নরোপণ। একদিকে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অন্যদিকে গ্রামের মানুষের একত্রিত প্রয়াসএই সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক সহযোগিতামূলক ও পরিবেশবান্ধব চেতনা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের গুরুত্বকে আরও ছড়িয়ে দেবে। বিশেষ করে এসআরআই পদ্ধতির মাধ্যমে জলের অপচয় হ্রাস পায় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়, যা আগামী দিনের কৃষিকে আরও টেকসই ও লাভজনক করে তুলবে। দিনটির শেষ ভাগে সকলে মিলিতভাবে ধানের চারা রোপণ করে পরিবেশ, কৃষি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক শক্তিশালী বার্তা প্রদান করেন।

৬৫ হাজার গাঁজা চারা ধ্বংস করল মেলাঘর থানার পুলিশ

বক্সনগর, ১ আগস্ট: মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাসের নেতৃত্বে শিবনগর চর এলাকায় খাস জমিতে বেড়ে উঠা ৬৫ হাজার গাঁজা চারা ধ্বংস করা হয়। সবেমাত্র মেলাঘর থানায় যোগদান করলেন অমরপুর বীরগঞ্জ থানা থেকে মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাস। আজ প্রথম নেশা বিরোধী অভিযানে, বিরাট অভিযান চালান তিনি।

এদিন সকালে মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাস, সাব ইন্সপেক্টর সুবীর সাহা, রাম কিষান সঙ্গে বিশাল টিএসআর বাহিনী নিয়ে, গোপন খবরের ভিত্তিতে শিবনগর, চর এলাকার ছড়ার পাশে গড়ে উঠা একেবারে খাস জাগাতে ১২ থেকে ১৪টি গাঁজা নার্সারি প্লট ধ্বংস করা হয়। প্রায় ৬৫ হাজার গাঁজার চারা ধ্বংস করা হয়। এ বিষয়ে মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাস একান্ত সাক্ষাৎকারে বলতে গিয়ে বলেন, নেশা বিরোধী অভিযানে আগামী দিনেও তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ইয়ং ট্যালেন্ট আর্টিস্ট এওয়ার্ড: আবেদনপত্র আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: উত্তর-পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র ডিমাপুর, ইয়ং ট্যালেন্ট আর্টিষ্ট এওয়ার্ড-২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ এর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখের হিসাবে ১৮-৩০ বছর বয়সী শিল্পীরা লোক/জনজাতি সঙ্গীত ও নৃত্য, থিয়েটার, নৃত্য, নাটক, মুকাভিনয়, পেইন্টিং, কাঠ-বাঁশ-বেত এর কারুশিল্প, পারম্পরিক হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলে এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনকারীকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট রাজ্যের মধ্যে যেকোন রাজ্যের বাসিন্দা ও ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। তবে যারা এসব ক্ষেত্রে আগেও পুরস্কার পেয়েছেন তারা আবেদন করতে পারবেন না। পুরস্কারের আর্থিক মূলা ২০ হাজার টাকা, সঙ্গে মানপত্র ও স্মারক উপহার। আবেদনপত্রের ফরম্যাট [illegible] লিংক- এ গিয়ে ফরম্যাট সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা গৌহাটির শিল্পগ্রাম বা ডিমাপুরস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অফিস থেকে আবেদনপত্রের ফরম্যাট সংগ্রহ করা যাবে। রাজ্যের যোগ্য প্রার্থীদের আগামী ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

এসডিজিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৫টি শীর্ষ স্থানীয় জেলার মধ্যে স্থান পেয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৫টি শীর্ষ স্থানীয় জেলার মধ্যে স্থান পেয়েছে। এসডিজি’র সূচক অনুযায়ী ২০২৩-২৪ সালের নীতি আয়োগ কর্তৃক প্রকাশিত মূল্যায়ণে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এই মূল্যায়ণে পশ্চিম জেলা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে ফ্রন্টরানারের মর্যাদা পেয়েছে। যে সূচকগুলির উপর নির্ভর করে এই মূল্যায়ণটি করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষুধামুক্তি, টেকসই নগর, দায়িত্বশীল ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থলজ জীবন ইত্যাদি।

আজ পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে এক বৈঠকে পশ্চিম জেলার পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করা হয়। পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পরিকল্পনা দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা দ্রুত টেকসই উন্নয়নের জাতীয় অগ্রগামী রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। পশ্চিম ত্রিপুরার এই সফলতা জেলাভিত্তিক সমন্বয়, তথ্যের স্বচ্ছতা ও উদ্ভাবনের মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭টি এসডিজি অর্জন করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আগামী ৯ আগস্ট সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ১৮তম সদর মহকুমা সম্মেলন, প্রচারসজ্জা শহরে

আগরতলা, ১ আগস্ট: সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ১৮তম সদর মহকুমা সম্মেলন আগামী ৯ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আজ শহরে প্রচারসজ্জা করেছেন নারীনেত্রীরা। এবারে মূলত নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি প্রদান এবং রাজ্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিকে সামনে রেখেই সদর মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নারী নেত্রীরা জানান, এবারের এই সম্মেলনে বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বিদ্যুৎ, জল, গ্যাসের কর বৃদ্ধি, গোমতী দুধের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব হবে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। এছাড়াও সম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ, ও নারীদের সুরক্ষার সুনিশ্চত করার দাবি জানিয়েছেন নারী নেত্রীরা।

াঙ্গন

চন্ডিপুরে প্রাইজমানি ফুটবল শুরু কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। চন্ডিপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এক গর্বজনক এবং আবেগঘন ক্রীড়া উৎসবের সূচনা হতে চলেছে। আগামী ৩রা অগাস্ট মনুভ্যালী স্কুলমাঠে অনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে শহীদ বিষ্ণুপ্রসাদ গোয়ালা স্মৃতি নকআউট প্রাইজ মানি ফুটবল টুর্নামেন্ট'-এর।যা চা বাগান অধ্যুষিত চন্ডিপুর এলাকার পশ্চিমা সমাজভুক্ত মানুষদের জন্য এক অনন্য শ্রদ্ধার্ঘ্য।

টুর্নামেন্টটি উৎসর্গ করা হয়েছে চন্ডিপুর বিধানসভার ভূমিপুত্র, সিআরপিএফ জওয়ান শহীদ বিষ্ণুপ্রসাদ গোয়ালার স্মৃতিতে। তিনি ১৯৯০ সালের ১২ই মার্চ দেশের সেবায় যুদ্ধকালীন সময়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আত্মবলিদানকে স্মরণে রাখতে এবং যুবসমাজকে খেলাধূলার মাধ্যমে গড়ে তুলতে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।শুক্রবার মনুভ্যালী স্কুলমাঠে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি চন্দ্রশেখর কূর্মী, সহ-সভাপতি পার্থ পাল, সম্পাদক সৌরভ শীল, কোষাধ্যক্ষ মনোজ কুমার কৈরী ও সমাজসেবী পিন্টু ঘোষ। তাঁরা জানান, শহীদ বিষ্ণুপ্রসাদ গোয়ালা শুধু একজন সেনা ছিলেন না, তিনি ছিলেন পশ্চিমা সমাজের একজন গর্বিত প্রতিনিধি এবং চা বাগান অধ্যুষিত মানুষের আত্মত্যাগের প্রতীক।টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য গঠিত হয়েছে ২১ সদস্যের একটি শক্তিশালী কমিটি, যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন চন্ডিপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন চা বাগানের জনপ্রতিনিধি ও ফুটবলপ্রেমী নাগরিকরা।

টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের খেলোয়াড়কে নিজ নিজ চা বাগানের পশ্চিমা আদিবাসী হতে হবে। তবে অতিরিক্ত তিনজন খেলোয়াড় বাইরের হতে পারবেন, যাদের অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগান এলাকার পশ্চিমা সমাজভুক্ত হতে হবে।এই নিয়মের মাধ্যমে পশ্চিমা সমাজের ঐক্য, গর্ব ও সাংস্কৃতিক চেতনা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।ইতিমধ্যে চন্ডিপুর বিধানসভার বিভিন্ন চা বাগান থেকে ১৬টি দল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। উদ্বোধনী দিনে মনুভ্যালী এবং গোলকপুর চা বাগানের মহিলা ফুটবল দলের মধ্যে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজিত হবে, যা মহিলা খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণকে এক নতুন দিশা দেবে।পুরস্কার প্রাপ্তির দিক থেকেও এই টুর্নামেন্ট অত্যন্ত আকর্ষণীয়।চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৭৫,০০০ ও রানার্স দল ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার। এছাড়াও থাকছে ট্রফি, মেডেল ও নানা উপহার। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, টুর্নামেন্টে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দলকে মন্ত্রী টিংকু রায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে জার্সি ও ফুটবল উপহার দেওয়া হবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজসেবী পিন্টু ঘোষ বলেন, 'শহীদ বিষ্ণুপ্রসাদ গোয়ালা আমাদের গর্ব। তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে এবং পশ্চিমা সমাজভুক্ত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, খেলাধূলা ও ঐক্যবোধ গড়ে তুলতেই এই টুর্নামেন্ট আয়োজন।তিনি আরও জানান, ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ যেমনজমির পাট্টা প্রদান, মজুরি বৃদ্ধি, প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে কাগজপত্র সহজীকরণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ননিতে সফল হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই ধরনের ক্রীড়া আয়োজন একটি আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ।চা বাগান অঞ্চলে এই ধরনের আবেগঘন ক্রীড়া আয়োজন শুধু খেলাধূলা নয়, বরং সামাজিক ঐক্য, সম্মান এবং আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠছে। শহীদ বিষ্ণুপ্রসাদ গোয়ালার আত্মত্যাগের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত এই টুর্নামেন্ট আগামী দিনে চা বাগান সমাজের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করবেএমনটাই আশা সকলের।

ক্লাব লীগ ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক কসমোপলিটন ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক কসমোপলিটন ক্লাবের। টানা তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে কসমোপলিটন এখন অনূর্ধ ১৮ আন্ত: ক্লাব ক্রিকেটের গ্রুপ বি-তে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কসমোপলিটন দুর্দান্ত খেলে ৫৪ রানের ব্যবধানে পোলস্টার কে পরাজিত করেছে। প্রথম দুই ম্যাচে কসমোপলিটন যথাক্রমে ৩ উইকেটে জেসিসি কে এবং ৯ উইকেটে শতদল সংঘকে নয় উইকেটে পরাজিত করেছিল। বৃষ্টি এবং অপ্রস্তুত মাঠের কারণে ম্যাচ শুরুতে অনেকটা দেরী হয়েছে বলে খেলায় ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৯ করা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কসমোপলিটন নির্ধারিত ১৯ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দ্বীপ দেব সর্বাধিক ৩৬ রান পায়, ১২ বল খেলে। দ্বীপ দুটি বাউন্ডারি এবং চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৬ রান সংগ্রহ করে।

এছাড়া সৌভিক চক্রবর্তীর ২৪ রান উল্লেখযোগ্য। পোলস্টারের রায়হান আহমেদ আরমান কুড়ি রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার নয় উইকেট হারিয়ে ৭৪ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৯ ওভার শেষ হয়ে যায়। দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ সাহা সর্বাধিক ২১ রান পেয়েছে।

সৌভিক চক্রবর্তী ১৩ রানে ৩টি এবং উজ্জয়ন বর্মন চার রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে বলে দারুন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে শৌভিক চক্রবর্তী পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের মধ্যে আজ ক্যারাম প্রতিযোগিতা, আগামীকাল টেবিল টেনিস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট এখন মাঝামাঝি পর্য্যায়ে। ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল (শনিবার)। টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ৩ আগস্ট। ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ২৩ ও ২৯ আগস্ট। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট লুডো প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হয়েছে। আগামীকাল বেলা বারোটায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ সাংবাদিক সদস্যদের মধ্যে ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। একইভাবে ৩ আগস্ট বেলা ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা। খেলোয়াড়দের অবশ্যই বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করতে হবে।

উল্লেখ্য, স্পোর্টস ফেস্ট-এর অঙ্গ হিসেবে ক্যারাম ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, সহ-সম্পাদক কমল চৌধুরী, অভিষেক দে, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। সবকটি ইভেন্টে সাংবাদিক সদস্যদের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনর অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

অন্তিম ওভারে শতদল সংঘের বিরুদ্ধে জেসিসি-র রোমাঞ্চকর জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবার লাগাতর জয় পাচ্ছে জেসিসি। প্রথম দুটি ম্যাচে প্রতিপক্ষের কাছে হার স্বীকার করলেও তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচে দারুণ জয় পেয়ে জেসিসি অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্ত: ক্লাব ক্রিকেটে জেসিসি নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে ২ উইকেটের ব্যবধানে শতদল সংঘকে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় পেয়েছে।

পক্ষান্তরে শতদলের পক্ষে এটি তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় পরাজয়। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে শতদল সংঘ নির্ধারিত ২৩ ওভারের সব ক-টি উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান সংগ্রহ করে। বৃষ্টির জন্য ম্যাচ দেরিতে শুরু হওয়ায় প্রথমেই ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২৪ করা হয়েছিল।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব অন্তিম ওভারে বিশেষ করে ৫ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহে সক্ষম হয়। এক কথায় দুই উইকেটের ব্যবধানে জেসিসি একপ্রকার রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে। শতদলের সোহেল সর্বাধিক ২৯ রান সংগ্রহ করলেও জেসিসির আজহারউদ্দিন আহমেদের ২৫ রান ও তপন ঘোষের ১৩ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে জেসিসি-র মোহাম্মদ মাহিন চৌধুরী পাঁচ রানে তিনটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া, শুভজিৎ দাস ২২ রানে এবং শতদলের অঙ্কিত দাস ২৩ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল।

বিলোনিয়া প্রাইজমানি ফুটবলের ফাইনালে আগামীকাল মর্নিং স্টার - রিয়েল ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি বিলোনিয়া। বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের আয়োজিত প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে মর্নিং স্টার। ২-১ গোলে সাব্রুমের বিন্দাস বয়সকে হারিয়ে ফাইনাল খেলার ছাড় পত্র পায়। তেসরা আগস্ট রবিবার ফাইনাল ম্যাচে মর্নিং স্টার মুখোমুখি হবে রিয়েল ফ্রেন্ডসের সাথে। শুক্রবার ছিল দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।এই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মর্নিং স্টার বনাম সাব্রুম বিন্দাস বয়েস। এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল উন্মাদনা। বিদ্যাপিঠ মিনি স্টেডিয়ামে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল ফুটবল প্রেমীদের।শুক্রবার বিকেল চারটা নাগাদ শুরু হয় দ্বিতীয় সেমিফাইনালের টুর্নামেন্ট। মর্নিং স্টার বনাম সাব্রুম বিন্দাস বয়েসের পক্ষ থেকে ফুটবলাররা লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়ে প্রথম অর্ধে কোন গোল করতে পারে নি। উভয় দলের ফুটবলাররা গোল দেওয়ার সুযোগ থাকলেও প্রথম অর্ধে ব্যার্থ হয়। দ্বিতীয় অর্ধে খেলতে নেমে প্রথমে বিন্দাস বয়েস ৪৮ মিনিটের মাথায় একটি গোল দেয় মর্নিং স্টারকে। এরপরই টানটান উত্তেজনা শুরু হয়। উভয় দলই মরিয়া হয়ে উঠে গোল করার জন্য। ঠিক ৪৯ মিনিটের মাথায় মর্নিং স্টার একটি গোল করার ফলে সমান সমান হয়ে যায়। শুরু হয় আরো গোল করার প্রয়াস। গোল করার লড়াই জারি রেখেছে উভয় দলই। অবশেষে ৫৯ মিনিটের মাথায় মর্নিং স্টার আরেকটি গোল করে এক গোলে এগিয়ে থাকার ফলে ২-১ গোলে হারিয়ে মর্নিং স্টার টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলার ছাড় পত্র পায়। ফাইনাল ফুটবল ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার সহ অন্যান্য অতিথিরা। ফাইনাল ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে। ফাইনালে মুখোমুখি হবে রিয়েল ফ্রেন্ডস বনাম মর্নিং স্টার। দুপুর দুইটা থেকে ফাইনাল ম্যাচের অনুষ্ঠান শুরু হবে। ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক নেপাল চন্দ্র সেন সকলকে ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করার আবেদন জানিয়ে, শান্তিপূর্ণ ভাবে যাতে ফাইনাল ম্যাচ সমাপ্ত হয় তার জন্য আবেদন রাখেন।

প্রাক্তন ইয়ুথ অর্গানাইজর সত্যজিৎ নাহা প্রয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট সমাজ সেবী তথা ক্রীড়া দপ্তরের প্রাক্তন যুব সংগঠক (ইয়ুথ অর্গানাইজর) সত্যজিৎ নাহা প্রয়াত হলেন। বেশ কিছুদিন হৃদ রোগে ভোগছিলেন তিনি। শুক্রবার, ভোর রাতে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র, আত্মীয় স্বজন ও বহু গুনমুগ্ধকে রেখে গেছেন। রাজ্যের ক্রীড়া মহল প্রয়াতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদেহী আত্মার চিরশান্তি ও সদগতি কামনা করছেন। ওনার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত ইউনাইটেড বিএসটি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে ইউনাইটেড বিএসটি। প্রথম ম্যাচে ও পি সি কে নয় উইকেটে হারানোর পর আজ, শুক্রবার ইউনাইটেড বিএসটি ৩ উইকেটের ব্যবধানে সংহতি কে পরাজিত করেছে। পক্ষান্তরে সংহতির পক্ষে একটি লাগাতর তৃতীয় পরাজয়। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনেকটা লো স্কোরিং ম্যাচ হলেও ইউনাইটেড বিএসটি অন্তিম বলে শ্বাসরুদ্ধকর ভাবে যেন কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে। বৃষ্টি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য ম্যাচ শুরু হতে অনেকটা দেরী হয়েছে বলে শেষ পর্যন্ত ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৫ করা হয়েছিল। সংহতি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ১৪.৩ ওভারে ৭৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে যশ দেববর্মা সর্বাধিক ২৯ রান পায়। ইউনাইটেড বিএসটি-র নিতীশ কুমার সাহানি দুই রানে তিনটি এবং অনুষ্ক মজুমদার ১৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বি এস টি অন্তিম বল পর্যন্ত খেলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। বিনিময়ে তিন উইকেট হারাতে হয়েছে। নিলেশ সূত্রধর ১৬ রান পায়। স্বয়ং লোধ পেয়েছে ১২ রান। সংহতির তন্ময় সরকার দুটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে নীতীশ কুমার সাহানি পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

হার্ভে-কে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে চলমান সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে চলমান সংঘ। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ, শনিবার সাত উইকেটের ব্যবধানে হার্ভে ক্লাবকে পরাজিত করেছে। হার্ভে ক্লাবের বিজয় রথ থামিয়ে চলমান জয়ে ফিরে আপাতত গ্রুপে এ-এর পয়েন্ট তালিকায় উপরের সারিতে রয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্ত: ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এমবিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুতে বৃষ্টি ও মন্দ পরিস্থিতির কারণে অনেকটা অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ষোল করা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে হার্ভে ক্লাব সীমিত ১৬ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে বিশাল শীল সর্বাধিক ২৮ রান পায়। চলমানের অভীক পাল ১৭ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত বোলিংয়ে হার্ভেকে থামানোর পাশাপাশি ম্যাচের সেরা খেতাবটিও পায়। শুভম গন ১৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চলমান সংঘ ৮ বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

ক্লাব লীগ ক্রিকেটে ওপিসি-কে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক মৌচাক ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক মৌচাক ক্লাবেরও। টানা তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে মৌচাক এখন অনূর্ধ ১৮ আন্ত: ক্লাব ক্রিকেটের গ্রুপ এ-তে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মৌচাক দুর্দান্ত খেলে ৫২ রানের ব্যবধানে ওপিসি বা ওল্ড প্লে সেন্টার কে পরাজিত করেছে। প্রথম দুই ম্যাচে মৌচাক যথাক্রমে ১০ উইকেটে সংহতি কে এবং ৯ রানে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। সকালে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারের খেলায় ৪৯.১ ওভার খেলে ১০ উইকেট হারিয়ে ১৫২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মানিক আহমেদ সর্বাধিক ৩৬ রান পায়, ৬৪ বল খেলে। মানিক ৬টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৬ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, সুব্রত চক্রবর্তীর ২৪ রান উল্লেখযোগ্য। ওপিসি-র সুশোভন চক্রবর্তী ১৭ রানে তিনটি এবং কৃষাণ দাস ২০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওপিসি ৪০.৪ ওভার খেলে ১০০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেই। দলের পক্ষে সৌরভ সূত্রধর সর্বাধিক ২৩ রান পেয়েছে। মৌচাকের আরিফ মিঁয়া ১২ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত বোলিং প্রতিভার পরিচয় দেয় এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

বিনিয়োগ ৫৭৮৮ কোটি, আইপিএলের সঙ্গে পাল্লা দ্য হান্ড্রেডের ! ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসের মালিকানা গোয়েনার হাতে

আইপিএলের সঙ্গে টক্কর দিতে তৈরি ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড। ২২ গজে লড়াইয়ের আকর্ষণে না হলেও টাকার অঙ্কে অনেকটা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মতোই লাভবান হতে চলেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। দ্য হান্ড্রেডের ছ'টি দলের কৌশলগত অংশীদারির চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। সব চুক্তির পর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হতে পারে ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি। ভারতীয় মূল্যে ৫৭৮৮ কোটি টাকারও বেশি।দ্য হান্ড্রেডের আটটি দলের মধ্যে ছ'টি দলের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আইপিএলের বেশ কয়েকটি দলের মালিক বা তাঁদের সংস্থা বিপুল বিনিয়োগ করেছেন ইংল্যান্ডের ১০০ বলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। যে ছ'টি দলের চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে সেগুলি হল লন্ডন স্পিরিট, বার্মিংহ্যাম ফিনিক্স, ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালস, নর্দার্ন সুপারচার্জার্স, সাদার্ন ব্রেভ এবং ওয়েলস ফায়ার। চুক্তি বাকি রয়েছে ট্রেন্ট রকেটস এবং ওভাল ইনভিন্সিবলসের।লন্ডন স্পিরিটের ৪৯ শতাংশ শেয়ার কিনেছে টেক টাইটান্স। বার্মিংহ্যাম ফিনিক্সের ৪৯ শতাংশ শেয়ার কিনেছে নাইটহেড ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট। ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসের ৭০ শতাংশ কিনে নিয়েছে কলকাতার শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েনার সংস্থা আরপিএসজি গোষ্ঠী। আইপিএল দল লখনউ সুপার জায়ান্টসের মালিকানাও রয়েছে গোয়েনার হাতে। নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের ১০০ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মালিক সান টিভি নেটওয়ার্ক লিমিটেড। সাদার্ন ব্রেভের ৪৯ শতাংশ শেয়ার কিনেছে আইপিএলের আর একটি দল দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম অংশীদার জিএমআর গোষ্ঠী। ওয়েলস ফায়ারে ৫০ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে ওয়াশিংটন ফ্রিডম। এ ছাড়া ওভাল ইনভিন্সিবলসে ৪৯ শতাংশ কেনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালিক রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর। ট্রেন্ট রকেটসের ৪৯ শতাংশ শেয়ার কিনছে কেইন ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড অ্যারিস ম্যানেজমেন্ট।দ্য হান্ড্রেডের দল কিনে উচ্ছ্বসিত গোয়েনা। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "আমার কাছে ক্রিকেট শুধু একটা খেলা নয়। ক্রিকেট আমার কাছে সমাজকে গড়ে তোলা, যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যম। ক্রিকেট মানুষের জীবন গড়ে দেয়। বাচ্চাদের সামনে সুযোগ তৈরি করে। এটা একটা শিক্ষা। একতার পাঠ দেয়। একই বিষয়ে আগ্রহী মানুষদের একত্রিত করে। খেলার প্রতি, দলের প্রতি আবেগ তৈরি করে। ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালস দুর্দান্ত কাজ করে। যুবসমাজ এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে সুন্দর ভাবে যোগাযোগ রেখে চলে। আমি এই দলের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। খেলার উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য কাজ করতে চাই।"দ্য হান্ড্রেডের এই ব্যবসায়িক সাফল্যে খুশি ইসিবি কর্তারা। ইসিবির চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন বলেছেন, "দ্য হান্ড্রেডের জনপ্রিয়তা ইংল্যান্ডে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচুর নতুন দর্শক আসছেন মাঠে। মহিলাদের ক্রিকেটের উন্নতিতে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে এই প্রতিযোগিতার। এই বিনিয়োগ শুধু দ্য হান্ড্রেডকে নয়, গোটা দেশের ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নত করবে।" ইসিবি জানিয়েছে, এই অর্থ খরচ করা হবে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য।প্রতিযোগিতার স্বত্ব সম্পূর্ণ ভাবে থাকবে ইসিবির কাছে। প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য গঠন করা হবে দ্য হান্ড্রেড বোর্ড। তাতে থাকবেন ইসিবি এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিরা। ক্রিকেটারদের বেতন, স্পনসরশিপ, নিলাম সব কিছুই নতুন ভাবে করা হবে। ইংল্যান্ড ছাড়াও ভারত, আমেরিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি থেকে সাড়া পাওয়ায় খুশি ইসিবি কর্তারা।

ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা সৌরভের, কোন দু'জনকে দেখতে চেয়েছিলেন দাদা

ইংল্যান্ডে ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন কুলদীপ যাদবকে একটা টেস্টেও খেলানো হল না? কেন অংশুল কম্বোজকে টেনে নিয়ে গিয়ে অভিষেক করিয়ে দেওয়া হল? গৌতম গম্ভীরের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। সেই তালিকায় জুড়লেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতের দল নির্বাচন দেখে খুশি হতে পারেননি তিনি। প্রথম একাদশে দু'জন ক্রিকেটারকে দেখতে চেয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।ওভাল টেস্টের প্রথম দিনের খেলা চলাকালীন একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সৌরভ। সেখানে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, "আমি জাতীয় দলে মুকেশ কুমারকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়েছি। ঘরোয়া ক্রিকেটে ও দুর্দান্ত বল করছে। ইংল্যান্ডের পরিবেশে ও ভারতের বড় শক্তি হতে পারত। আশা করছি ভবিষ্যতে ওকে সুযোগ দেওয়া হবে।"বাংলার মুকেশের পাশাপাশি আরও এক বোলারকে না খেলানোয় অবাক সৌরভ। কুলদীপ যাদবকে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। সৌরভ বলেন, "ইংল্যান্ড ওভালে চার পেসার খেলাচ্ছে। ওরা পিচে ঘাস রেখেছে। ইচ্ছা করেই ওরা এটা করেছে। আগে অশ্বিন ও জাডেজার মতো স্পিনারকে ভারত পেয়েছে। ভারত যাতে বেশি স্পিনার খেলাতে না পারে তার জন্যই ঘাস রাখা হয়েছে। আমি ম্যাঞ্চেস্টার, লর্ডস, এমনকি, বার্মিংহামেও কুলদীপকে দেখতে চেয়েছিলাম। ভাল স্পিনার না থাকলে পঞ্চম দিন একটা দলকে অল আউট করা কঠিন।"ইংল্যান্ড দলেও ভাল স্পিনার না থাকায় ভারতের ব্যাট করতে সুবিধা হয়েছে বলে মনে করেন সৌরভ। তিনি বলেন, "ইংল্যান্ডের দলেও ভাল স্পিনার নেই। তাই ভারতের রান করতে সুবিধা হয়েছে। আগে অস্ট্রেলিয়া - শ্রীলঙ্কায় ওয়ার্ন-মুরলিথরনের মতো স্পিনার ছিল। ইংল্যান্ডে সোয়ান, পানেসর ছিল। ভারতের কুম্বলে, হরভজন ছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারত কুলদীপকে খেলাতে পারত। ও দলের ভবিষ্যতের জন্য খুব জরুরি।"চলতি সিরিজে লর্ডসে দ্বিতীয় ইনিংস বাদে ভাল ব্যাট করেছে ভারত। প্রতি ইনিংসে রান করেছেন শুভমন গিলেরা। ভারতের ব্যাটিং দেখে খুশি সৌরভ। তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে ২০-২২ বছর আগের কথা। সৌরভ বলেন, "২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে আমাদের ওপেনার থেকে শুরু করে মিডল অর্ডার শতরান করত। আমি করেছি। দ্রাবিড় করেছে। সহবাগও করেছে। এই সিরিজেও সেটা দেখতে পারছি। ভারতের ব্যাটিং অর্ডারের প্রায় সকলেই শতরান করেছে। তবে শুভমনের কথা আলাদা করে বলতে হয়। ও দুর্দান্ত ব্যাট করেছে।"ম্যাঞ্চেস্টারে অভিষেক টেস্ট ভাল যায়নি কম্বোজের। ১৮ ওভার বল করে ৮৯ রান দিয়েছেন তিনি। নিয়েছেন ১ উইকেট। ওভার প্রতি প্রায় ৫ রান করে দিয়েছেন তিনি। কম্বোজের বলের গড় গতি (১২৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা) নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। সৌরভের মতে, একটা টেস্ট দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়। তিনি বলেন, "একটা টেস্ট দেখে কম্বোজকে বিচার করা ঠিক হবে না। ওর বয়স কম। ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেক উইকেট নিয়েছে। সাত-আট টেস্ট দেখে তবেই কাউকে ভাল-খারাপ বলা উচিত।"

অলিম্পিক্স ক্রিকেটে বাদ পড়ার সম্ভাবনা পাকিস্তান, নিউ জিল্যান্ডের ! আইসিসি-র নিয়ম নিয়ে ক্ষোভ দুই দেশের

তিন বছর পর অলিম্পিক্স হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে। ১২৮ পর সেখানে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ক্রিকেটের। তবে সেই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান, নিউ জিল্যান্ডের মতো দেশই হয়তো খেলতে পারবে না। নেপথ্যে আইসিসি-র একটি নিয়ম।জানা গিয়েছে, ছয় দলের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার চেষ্টা চলছে। আমেরিকা খেলবে আয়োজক দেশ হিসাবে। বাকি থাকছে পাঁচটি দেশ। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির ইচ্ছা, প্রতিটি মহাদেশ থেকে একটি করে দেশ অলিম্পিক্সে ক্রিকেটে খেলুক। এতে সব মহাদেশের প্রতিনিধি থাকবে। আইসিসি-ও তাতে সম্মতি দিয়েছে।সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে হওয়া আইসিসি-র সভায় ঠিক হয়েছে, অলিম্পিক্সে খেলার জন্য আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ এশিয়া, ইউরোপ, ওশেনিয়া এবং আফ্রিকার সেরা দল অলিম্পিক্সে খেলবে। ফলে আয়োজক দেশ এবং চারটি মহাদেশের একটি করে দল ধরলেও বাকি থাকছে একটি জায়গা। কী ভাবে সেই শূন্যস্থান পূরণ হবে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।আইসিসি এবং আইওসি-র সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পাকিস্তান এবং নিউ জিল্যান্ড।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী সরকারি আবাসে বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সাথে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর একটি বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ১ আগস্ট: কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর একটি বিশেষ সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচি টি অনুষ্ঠিত হয় কাঠালিয়া ব্লক এলাকার অন্তর্গত সীমান্ত ঘেষা গ্রাম পঞ্চায়েত যাত্রাপুর।সংশ্লিষ্ট এলাকার অভিভাবক ও অভিভাবিকা এবং কতিপয় যুবক-যুবতী সহ বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা ও উপস্থিত ছিল। এই জাতীয় কর্মসূচি সাম্প্রতিক একাধিকবার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে।

এই কর্মসূচিতে প্রথমে আলোচনা করেন কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম ও আই সি ডক্টর অভিজিৎ দে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডঃ সৌরেন ঘোষ, যাত্রাপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর অজয় বরং সাহা। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, এবং কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্যান্য বিভিন্ন চিকিৎসা কর্মীরা।আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল একটাই তা হচ্ছে, নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা!

এই নেশা মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে একটি নাটকের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন তামাক বা নেশা কিভাবে যুবসমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এলাকায় সর্বস্তরের মানুষ এই নাটকটি প্রত্যক্ষ করে অত্যান্ত প্রশংসা করেছেন কাঠালিয়া হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে।

ডাক্তার অভিজিৎ বাবু একান্ত ইচ্ছা যে, যেকোনো মূল্যে হোক সমাজ থেকে নেশা মুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে যুব সমাজ দ্বারা তাদের অনেক মূল্যবান ভবিষ্যৎ! এই অবস্থায় নেশায় আসক্ত হয়ে যতসব অপকর্ম ছাড়া বিকল্প কিছু করে না! নেশা এমন একটা জিনিস! নিজের শারীরিক অবস্থা ঠিকই শুরু করে ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত করে।ডাক্তারবাবু বলেছেন, নেশা মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রান্তে চলছে এখন পথনাটিকাঃ--- আমরা কাঠালিয়া সামাজিক কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। শুধু যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বসে বসে দায়িত্ব পালন করা তা নয়! বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সমাজের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন জনগণকে নিয়েও আমাদের সচেতনতামূলক আলোচনা সভা চলছে এবং আগামী দিন আরো চলবে। একান্ত সাক্ষাতে ডাক্তার অভিজিৎ বাবু বলেন, আমরা চাই! এই মুহূর্তে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকা যেন নেশা মুক্ত হয়। এটাই তিনি পরামর্শ মূলক আজকের কর্মসূচিতে আহ্বান রাখেন উপস্থিত সকলের কাছে। ডাক্তারবাবুর আলোচনা শুনে সবাই দৃঢ়তার সাথে সহমত পোষন করে অভিনন্দন জানান। এখন দেখার বিষয়,সামনের দিনগুলিতে সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকা কতটুকু নেশা মুক্ত হয়!

রাজ্যের কলেজগুলিতে দুর্নীতি মুক্ত ক্যাম্পাস গঠনের দাবিতে বিক্ষোভ এসএফআই - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: রাজ্যের কলেজগুলিতে দুর্নীতি মুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সদর বিভাগীয় কমিটি শুক্রবার আগরতলা শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে। মিছিলটির ছাত্র যুব ভবনের সামনে থেকে শুরু হয় শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এসঅফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন কলেজগুলোর ক্যাম্পাসের মধ্যে দুর্নীতির মৌচাক তৈরি হয়েছে। এই দুর্নীতি মুক্ত ক্যাম্পাসের জন্য আজকে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। কলেজগুলিতে বিজেপির ছাত্র সংগঠনগুলি অনিতে কাজকারবারে লিপ্ত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে শিক্ষা দপ্তর কে করা পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তারা।

জনজাতি বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১ আগস্ট: শুক্রবার জনজাতি বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। বৈঠকে রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক রক্ষা ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিন এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বিজেপির জনজাতি নেতৃত্বের সাথে এক অর্থপূর্ণ মতবিনিময় হয়েছে আজ। বৈঠকে, জনজাতি ভাই ও বোনদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের প্রতি যৌথ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, জনজাতি নেতৃত্বের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এবং তৃণমূল পর্যায়ের অভিজ্ঞতা একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কৈলাসহর শ্রীরামপুর এলাকায় এক দোকানে দুঃসাহসিক চুরিকাণ্ড সংগঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ আগস্ট: কৈলাসহর শ্রীরামপুর এলাকায় একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি কাণ্ড সংগঠিত করে চোরের দল। রাজীব শুক্লবৈদ্য নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘ বছর ধরে শ্রীরামপুর এলাকায় দোকানদারী করে আসছেন। তিনি ব্যক্তিগত কাজে বহি:রাজ্যের শিলচরে যান কিছুদিন পূর্বে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা হাত সাফাই করে উনার দোকানে।

শুক্রবার সকালবেলা দোকান মালিক খবর পান উনার দোকানে চুরি-কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এরপর উনার নিকট আত্মীয় সহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা উনার দোকানে ছুটে যান এবং ঘটনার সত্যতা পান। উনারা দেখতে পান দোকানের দরজা ভাঙ্গা, দোকানের ক্যাশ বাক্স ভাঙ্গা। পাশাপাশি সেই এলাকার আরো ছয়টি দোকানের লাইটের বাল্ব চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।দোকানের ক্যাশ বাক্স ভেঙ্গে নগদ সাত হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় চোরের দল। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানায় এর আগেও একাধিকবার চুরি-কাণ্ড সংঘটিত করেছে ওই এলাকায় চোরের দল। এমনকি ওই এলাকায় অবস্থিত একটি লোকনাথ মন্দিরের দান বাক্স ভেঙ্গে নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়েছিল চোরেরা।

মানুষ যেন নিজের জেলাতেই সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পান সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: চিকিৎসা কেন্দ্রে একজন রোগীকে সঠিক সময়ে ওষুধ দেওয়া, অন্যান্য পরিচর্যা করা এবং মানসিক শক্তি বাড়াতে নার্সগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোনও জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও নার্সগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাই বর্তমান রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে রাজ্যের নার্সিং পরিষেবার উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে পুরোনো নার্সিং কলেজটিকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বি.এসসি. নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। আজ আই.জি.এম. হাসপাতালে আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। নার্সিং কলেজের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নিজে একজন চিকিৎসক। তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বও পালন করছেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন। প্রতিটি জেলার মানুষ যেন নিজের জেলাতেই সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পান সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। বহিরাজ্যে না গিয়ে রোগীরা যেন রাজ্যেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরিষেবা পান তারজন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রোগীর পরিষেবায় নিজেদের আরও বেশি করে উৎসর্গ করতে অর্থমন্ত্রী নার্সদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রোগীর পরিবার পরিজন চিকিৎসা কেন্দ্রে নার্সদের উপর বিশেষভাবে ভরসা করেন। এই ভরসার জায়গাটি অটুট থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।। তিনি নার্সিং কলেজের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস এবং মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) হরপ্রসাদ শর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) তপন মজুমদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. মৈত্রী চৌধুরী। অনুষ্ঠানে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে নার্সিং কলেজের ২ বছরের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হয়। কলেজের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমিস্টারে সফল মেধাবী ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ৪ জন নার্সকেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন। অতিথিগণ কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিনের মলাট উন্মোচন করেন।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার ব্যতিক্রমী কর্মসূচি "চায়ের আড্ডায় জনতার কথা" ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে এক সামাজিক আন্দোলনে

আগরতলা, ১ আগস্ট: জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার ব্যতিক্রমী কর্মসূচি "চায়ের আড্ডায় জনতার কথা" ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে এক সামাজিক আন্দোলনের। বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে শুরু করে সমতল গ্রামীণ এলাকাতেও মন্ত্রী পৌঁছে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের মনের কথা শোনার উদ্দেশ্যে। সম্প্রতি ২৯-নং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত আঠারোমুড়া এডিসি ভিলেজের পাদদেশে অবস্থিত ৪৫ মাইল এলাকায় চায়ের আড্ডার এক বিশেষ পর্বে অংশ নেন মন্ত্রী।

এই আড্ডায় উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সরাসরি শুনলেন স্থানীয় জনগণের সমস্যার বিবরণ। এলাকার মানুষরা তুলে ধরেন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট, জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা এবং কর্মসংস্থানের অভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। সাধারণ মানুষের এই কথাগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা দ্রুত পদক্ষেপের ঘোষণা দেন। তিনি জানিয়ে দেন, স্থানীয় বাজারে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিধায়ক তহবিল থেকে একটি পাকা মার্কেট শেড নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে এখন মহিলা ও পুরুষ উভয়েই স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মন্ত্রী এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হন এবং বলেন, "মানুষের চোখের হাসিই আমার কর্মের প্রেরণা।"এদিনের আড্ডায় মন্ত্রী বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, "বাল্যবিবাহ একটি কন্যা শিশুর জন্য অভিশাপ। এতে তাদের মানসিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অনুশীলন বন্ধ করতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।"

তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যুব সমাজকে নেশার জাল থেকে মুক্ত রাখতে হলে খেলাধুলা ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে।" পাশাপাশি তিনি শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই আমরা আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব। বর্তমান সরকার এই উদ্দেশ্যে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।"মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি ভূমিকা নন্দ রিয়াং। তিনি রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে প্রত্যেক পরিবারকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।এদিন আরও এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য সামনে আসে। এলাকার বহু পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বিপিএল কিংবা অন্ত্যোদয় রেশন কার্ড থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তারা জানান, বিগত সিপিএম সরকারের আমলে শুধু মিছিলে হাঁটলেই যেন তাদের রেশন কার্ড মিলত বাস্তবে তারা বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই আড্ডায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে সামনে পেয়ে তাঁরা নিজেদের সমস্যার কথা খোলাখুলি জানান। মন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে যোগ্য পরিবারগুলোর এপিএল কার্ড সংগ্রহ করে তা বিপিএল/অন্ত্যোদয় কার্ডে রূপান্তরের আশ্বাস দেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ বলেন, "বিপদে-আপদে যিনি পাশে থাকেন, তিনিই আপনজন। আজ আমরা আমাদের আপনজনকে পেয়েছি।"এই কর্মসূচির মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হলোজনতার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলে মানুষের আস্থা যেমন অর্জন করা যায়, তেমনি প্রকৃত পরিবর্তনের সূচনা হয় মানুষের মন থেকে।

স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়ার দাবিতে সরব খোদ শাসকদলের সমর্থকরা

ধর্মনগর, ১ আগস্ট: স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন খোদ শাসকদলের সমর্থকরা। পানিসাগর বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজারের কাছে স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়ার দাবিতে আজ এক লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন তারা। তবে শাসকদলের সমর্থক হলেও সাধারণ নাগরিক হিসেবে এদিন তারা এই অভিযোগ তুলে দিয়েছেন।

উত্তর ত্রিপুরার যুবরাজনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত বেতাঙি পূর্ব তিলথৈই এলাকার বহু বাসিন্দা বিদ্যুৎ দপ্তরের স্থাপিত স্মার্ট মিটার নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ,স্মার্ট মিটার বসানোর পর থেকেই বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণের সঙ্গে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে পানিসাগর বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজারের নিকট একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে,বহু নিম্নবিত্ত পরিবার, যারা দৈনন্দিন ব্যবহারে খুবই সীমিত পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন,তারাও এখন অতিরিক্ত বিলের বোঝা বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক চাপের পাশাপাশি প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি,স্মার্ট মিটারে কারিগরি ত্রুটি কিংবা ভুল ক্যালিব্রেশনের জেরে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই অবিলম্বে স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করে পূর্বের মিটারিং ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছেন তারা। একই সঙ্গে দাবি তুলে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, যখন রাজ্যের বহু গ্রাহকের বকেয়া বিল মিটায়নি, তখন সেই বকেয়া আদায়ের আগেই নতুন মিটার বসানো কতটা যুক্তিসঙ্গততা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

নিপুন ত্রিপুরা মিশনের তৃতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ধর্মনগরে র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ আগস্ট: নিপুন ত্রিপুরা মিশনের তৃতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আজ থেকে তিনমাসব্যাপী নানান কর্মসূচির শুভ সূচনা হলো। এ উপলক্ষে শুক্রবার ধর্মনগরে এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হল নিপুণ ভারত। আর নিপুন ভারতকে কেন্দ্র করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে তৈরি হয়েছিল নিপুন ত্রিপুরা ভিশন। সেই নিপুন ত্রিপুরা মিশনের আজ তৃতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আজ ১ আগস্ট সকাল ৮ ঘটিকায় ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন কালাছড়া ব্লক প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের উদ্যোগে ধর্মনগরে পুরো পরিষদের অন্তর্গত সাতটি বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে রেলি সংঘটিত হয়।

রেলিতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুল আসিস কুমার দাস এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্য্যালয়ের ব্লক প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য। এক সাক্ষাৎকারে ব্লক প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য বলেন, নিপুন ত্রিপুরা মিশনের মূল উদ্দেশ্য হলো বালভাটিকা থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিশুরা যাতে বয়স উপযোগী পাঠ্যপুস্তক পড়তে পারে এবং মনের কথা সহজ ভাষায় লিখতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে নিপুন ত্রিপুরা মিশনের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে তিন মাস ব্যাপী নানান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির সূচনা হলো আজ। পুরো পরিষদের অন্তর্গত সাতটি বিদ্যালয়ের শিশুরা সুসজ্জিতভাবে সেই রেলিতে অংশগ্রহণ করে।

স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতে আমন চাষ নিয়ে ব্যস্ত কল্যাণপুর

কল্যানপুর, ১ আগস্ট: ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে যদি কৃষি কাজ বা সার্বিক অর্থে ধান চাষের সময়কালকে আলোচনা করা হয়, তখন ধরা হয় এই সময়টা হচ্ছে আমন চাষের সময়। অর্থাৎ গতানুগতিক ভাবেই এই সময়কাল অর্থাৎ জুন জুলাইতে ধান চাষীরা ধানের চারা রোপণ করতে ব্যস্ত থাকেন। প্রত্যেকটা বছরের মতো এবছরও কৃষি প্রধান কল্যাণপুরের বিভিন্ন মাঠ ঘাটে এখন কৃষক বন্ধুদের চরম ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কল্যাণপুরের দক্ষিণ দুর্গাপুর, উত্তর ঘিলাতলি , দ্বারিকাপুর, কুঞ্জবন ইত্যাদি এলাকাগুলোর মধ্যে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে পরিকল্পিতভাবে কৃষকরা আমন ধানের চারা রোপন করছেন। কৃষি দপ্তর সাহায্য করছে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক কৃষক স্বত প্রণোদিত ভাবে দাবি করেছেন বর্তমানে দপ্তর নানান ভাবে কৃষকদের উৎসাহিত করছেন। বিশেষ করে যেভাবে সরকার সহায়ক মূল্যে ধান কিনছেন, এই বিষয়টা অন্যান্য ক্ষেত্রের মত করে আমন ধান চাষীদেরও উৎসাহিত করছে এমনটা কিন্তু দাবি একাধিক কৃষকের। যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই দেখা যায় কৃষকরা কেউবা হালচাষ করছেন, কেউবা ধানের চারা রোপণ করছেন। দপ্তর কর্মীদের বক্তব্য হচ্ছে, সব সময় দপ্তর কল্যাণপুরের কৃষকদের পাশে রয়েছে এবং কিভাবে অধিক ফলন সহ সার্বিকভাবে জমির উর্বরতা বজায় থাকবে তার জন্য বরাবর কৃষকদের কল্যাণপুরের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন কেন্দ্রগুলো থেকে সহায়তা করা হচ্ছে, এমনটাই দাবি কৃষি তত্ত্বাবধায়ক দেবরাজ বর্মনের।

সব মিলিয়ে বলা চলে, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে কল্যাণপুরের আমন চাষিরা উৎসাহের সাথে আমন চাষে নিজেদের নিয়োজিত করে চলেছেন।

ভারতীয় মজদুর সংঘের অটো মজদুর সংঘের উদ্যোগে শান্তিরবাজার থানার ওসি ও সেকেন্ড ওসিকে সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ আগস্ট: ভারতীয় মজদুর সংঘের অটো মজদুর সংঘের উদ্যোগে শান্তিরবাজার থানার ওসি ও সেকেন্ড ওসিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। শান্তির বাজার থানায় নবনিযুক্ত থানার ওসির দায়িত্ব পেয়েছেন রাজু দত্ত। তিনি জিরানিয়া থানা থেকে শান্তিরবাজার থানার দায়িত্বে এসেছেন। থানায় আসার পর শুক্রবার শান্তিরবাজার ভারতীয় মজদুর অটো সংঘের উদ্যোগে শান্তির বাজার থানার ওসি রাজু দত্তকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উত্তরীয় পরিয়ে ফুলের তোরা দিয়ে সংবর্ধনা প্রদানকরে সকলে ওসির সঙ্গে সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎ করেন।

আগামীদিনে কিভাবে সকলেমিলে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে ও দুর্ঘটনা এরাতে কি কি করনীয় প্রয়োজন তানিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অটো মজদুর সংঘের অটো চালকরা থানার ওসির পাশাপাশি শান্তির বাজার থানার নবনিযুক্ত সেকেন্ড ওসি এস আই সমীর বিশ্বাসকে উত্তরীয় ও ফুলের তোরাদিয়ে বরন করেনেন। আজকের এই সংববর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অটো মজদুর সংঘ শান্তির বাজার মহকুমার সেক্রেটারি অপু মজুমদার, প্রসেনজিৎ দেবনাথ ভাইস প্রেসিডেন্ট, অফিস সেক্রেটারি অমৃত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সমীর বিশ্বাস ও ওসি রাজু দত্ত অটো সংঘের সদস্যদের নিয়ে আগামীদিনে প্রয়াস কর্মসূচী সংঘটীত করার প্রস্তাবদেন।

প্রয়াস কর্মসূচীর মাধ্যমে আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা নানান বিষয়ে লোকজনের সচেতন করেথাকেন। তাই সমীর বিশ্বাস ও ওসি রাজু দত্ত এই কর্মসূচী হাতে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশকরেন। পুলিশের কাছথেকে এইধরনের প্রস্তাব হাতেপেয়ে আগামীদিনে এই কর্মসূচী হাতেনেওয়ার আগ্রহ প্রকাশকরে ভারতীয় মজদুর অটোসংঘের সদস্যরা।

সামাজিক মাধ্যমে গো-মাংস বিক্রির প্রচারে ক্ষোভ, এসডিপিও — র ডেপুটেশন বিজেপির

কৈলাসহর, ১ আগস্ট: সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে গো-মাংস বিক্রির প্রচার করে লাইভ সম্প্রচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কৈলাসহরে। ঘটনার বিরুদ্ধে কৈলাসহর মন্ডলের পক্ষ থেকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে লিখিত ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন ও বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য নীতিশ দে, মন্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত দে এবং যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অরূপ ধর।

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে নীতিশ দে বলেন, এক ব্যক্তি সামাজিক মাধ্যমে লাইভ করে জানায়, এক হাজার টাকায় চার কেজি মাংস পাওয়া যাবে। সে নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখও করে। পরে জানা যায়, বাবুরবাজার থেকে সুলতানপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তায় সেগুনবাগানের পাশে গবাদি পশু কেটে মাংস বিক্রি হচ্ছে। এই ব্যক্তি পূর্বেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর ঘটনায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। এবারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে উসকানি দিয়েছে।

বিজেপির দাবি, অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। নীতিশ দে জানান, পুলিশ ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখতেই তারা এই ডেপুটেশন দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে পশ্চিম জেলাভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে আজ প্রজ্ঞাভবনের ২নং এবং ৩নং হলে পশ্চিম জেলাভিত্তিক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এই কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালার সূচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, স্টেট প্রজেক্ট অফিসার শরৎ কুমার দাস, এনডিআরএফ-এর ইন্সপেক্টর এম কে মিনা ছাড়াও পশ্চিম জেলার প্রায় ১৫০টি ক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সদস্য, সদস্যাগণ, এসডিআরএফ, আপদামিত্র, সিভিল ডিফেন্স-এর প্রতিনিধিগণ। কর্মশালায় অংশ নিয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ক্লাবগুলিকে প্রশাসন ও কমিউনিটির মধ্যে সেতুবন্ধনের মতো কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যেই আজ পশ্চিম জেলার প্রায় দেড়শো ক্লাবকে নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণের জীবন ও সম্পত্তি যাতে রক্ষা পায় সে বিষয়ে সরকার গুরুত্বারোপ করেছে। গত বছরের আগষ্ট মাসের বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন ক্লাব ভাল কাজ করেছে। তিনি বলেন, কর্মশালায় আজ বিভিন্ন ক্লাব যে পরামর্শ ও প্রস্তাব দিয়েছে তা ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান-এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রত্যেক ক্লাব থেকে একজন নোডাল পার্সন নেওয়া হবে। পরে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং সিভিল ডিফেন্সে অন্তর্ভুক্তকরা হবে। জেলাশাসক বলেন, ক্লাব ও সামাজিক সংস্থার সাহায্য ছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষে একা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই ক্লাবগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কর্মশালায় ডা. বিশ্বজিৎ দেববর্মা ক্লাবগুলিকে রক্তদানে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কর্মশালায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেন্টেশনের মাধ্যমে এবিষয়ে ক্লাবগুলির ভূমিকা তুলে ধরেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসার পিঙ্কি পাল। কর্মশালায় বিভিন্ন ক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সদস্য ও সদস্যাগণ নিজ নিজ মতামত তুলে ধরেন এবং এবিষয়ে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শেষে এনডিআরএফ এর পক্ষ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে ডেমোনোস্ট্রেশন প্রদর্শন করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas